সুফিদের গল্পসমগ্র

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০

Khanqa-e-Amineeya-Asgaria, Silhet, BD



খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার (৪র্থ তলা), সুবিদবাজার, সিলেট-৩১০০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

ইতিহাসব্যাপী সুফি দরবেশগণ নিজেদের শাগরিদদের তাসাওউফের জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রদানে ছোট ছোট গল্প শুনিয়ে আসছেন। অধিকাংশ কাহিনী রূপক হলেও নীতি-নৈতিকতা ও প্রাজ্ঞতাপূর্ণ এসব গল্প সত্যিই সকল পাঠককে মানসিক ও আধ্যাত্মিক খোরাক দান করে থাকে। সবাই জানেন, মহাত্মন মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রাহিমাহুল্লাহর 'মসনবী মা'নবী' গ্রন্থটি মূলত বিভিন্ন রূপক গল্প বৈ নয়। ফার্সি কবিতার মাধ্যমে মাওলানা প্রতিটি গল্প উপস্থাপন করেছেন। মা'রিফাত আকাঙ্ক্ষী সবাই এসব গল্পের মধ্যে উপস্থাপিত রস-রসহ্য অনুধাবন করে বিরাটভাবে উপকৃত হয়ে আসছেন।

বিভিন্ন সূত্র থেকে গল্প সংগ্রহ করে এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছি। আমাদের বিশ্বাস এগুলো পাঠ করে সবাই উপকৃত হবেন। তবে সকল লেখার মতো এ বইটিও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রণয়ন করেছি। পাঠকদের প্রতি আবেদন, দু'আর সময় এ অধমের কথা মনে করবেন।

আমি বেশ কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি। এদের সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতেই হয়। এরা হচ্ছেন: খলিফায়ে শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী দা.বা., শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক, কবি আবদুল মুকিত মুখতার, ড. মোহাম্মদ শামীম খান ও মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। আল্লাহ তাঁদেরকে হায়াতে তায়্যিবাহ দিন।

ভুল-ত্রুটি থাকলে তার জন্য একমাত্র আমিই দায়ী। আমি সবার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর একান্ত নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত করুন।

১৫ ডিসেম্বর, ২০২০

Khanqa-E-Aminia Ataiia, Silhet, BD

بسم الله الرحمٰن الرحيم

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সম্মানিত পরিচালক সাহেবের বাণী

আলহামদুলিল্লাহ! খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে আরো একটি বই প্রকাশিত হলো। আল্লাহর শুকুর এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ৫৫টি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ ইন্টারনেটে যেয়ে এসব বই অনলাইনে বা ডাউনলোড করে পাঠ করুন। ওয়েভ ঠিকানা নিচে দেওয়া হলো:

https://archive.org/search.php?
query=Engineer+Azizul+Bari&sort=-publicdate

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী বিভিন্ন সূত্র থেকে এ গ্রন্থে কিছু চিত্তাকর্ষক ছোট ছোট রূপক গল্প সংগ্রহ করেছেন। নিজেও এক-দুটো রচনা করেছেন। এসব গল্প দ্বারা নীতি-নৈতিকতার উপস্থাপন ও সালিকদের পথচলার দিক-নির্দেশনা ফুটে ওঠেছে। আমি আশা করছি এ গল্পগুলো পাঠ করে সবাই উপকৃত হবেন।

Khanqa-e Aminia Asgaria Jihat, BD

আল্লাহ সুবনাহু ওয়াতাআলা সবাইকে তাঁর পছন্দসই রাস্তায় জীবন চালিত করুন। দান করুন আমাদেরকে তাঁর মা'রিফাত। দান করুন সবাইকে হায়াতে তায়্যিবাহ। আমীন।

(মাওলানা) ফারুক আহমদ

পরিচালক: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগিরয়া, সিলেট।

১৫ ডিসেম্বর, ২০২০

গল্প -১: বেহেশতের ফল

কোনো এক স্থানে একজন যুবক বাস করতেন। কে বা কারা তাকে একদিন 'বেহেশতের ফল' সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক কিছু তথ্য দিলো। যুবক এসব ফলের কথা শুনে কীভাবে এ ফলগুলো লাভ করা যায় সে চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠলেন। পরিচিত এক ব্যক্তি তাকে জানালো, অদূরে একটি গ্রামে 'সবর' নামক একজন দরবেশ বাস করেন। আপনি তাঁর কাছে গেলে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে।

যুবক ছুটে গেলেন দরবেশের কাছে। প্রশ্ন করলেন, হে মহাত্মন! আমাকে বলে দিন কীভাবে বেহেশতের ফল লাভ করতে পারি? দরবেশ জবাব দিলেন, "তুমি যদি আমার সঙ্গে থেকে জ্ঞানার্জন করো তাহলেই তোমার আশা পূর্ণ হবে। এ ব্যাপারে একমত না হলে তোমাকে অবিরাম ভ্রমণ করতে হবে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী!" যুবক তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। আরেক জায়গায় গমন করলেন।

'আরিফ' নামক এক ব্যক্তির সন্ধান পেয়ে তাঁর নিকট ছুটে গেলেন। লোকমুখে শুনা যায় এ ব্যক্তি খুব জ্ঞানবান। মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কীভাবে হবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু জবাব শুনে এবারও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। এরপর 'হাকিম', 'সুফি', 'মজনু' ও 'আলিম' প্রমুখের নিকট প্রশ্ন করেও কোনো সন্তোষজনক জবাব পেলেন না।

বহুদিন অনুসন্ধানে কেটে গেলো। প্রশ্নের জবাব কোথাও মিললো না। একদিন তিনি একটি ফলের বাগানে প্রবেশ করলেন। এখানেই দেখতে পেলেন বেহেশতের ফলের বৃক্ষরাজি! প্রতিটি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় ঝুলন্ত ছিলো বেহেশতের অসংখ্য রসালো ফল। তিনি দেখলেন, সেই প্রথম দরবেশ 'সবর'ও সেখানে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই যে বেহেশতী ফলের বাগানের রক্ষক একথা আমাকে আগে বলেন নি কোনো?"

দরবেশ মুচকি হেসে বললেন, "কারণ, তুমি তখন আমাকে বিশ্বাস করতে না। এছাড়া, গাছগুলো প্রতি ত্রিশ বছর ত্রিশ দিন পর পর ফল দান করে।"

Khanqa-e-Amjadia-Asgharia, Sirajganj, BD

গল্প -২: সূর্য এবং গুহা

একদিন আকাশের সূর্য এবং পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাক্যালাপ শুরু হলো। সূর্য বললো: "ভাই গুহা- শুনো। অন্ধকার ও ঠাণ্ডা কী জিনিস আমি বুঝতে পারি না। অনেক ভেবেও এ দু'টি অবস্থা অনুভবই করতে পারি নি।" গুহা বললো: "ভাই সূর্য! আমিও আলো ও স্বচ্ছতা কী জিনিস তা বুঝতে পারি না।"

এরপর উভয়ে সিদ্ধান্ত নিলো- একে অন্যের স্থানে অবস্থান করবে। অর্থাৎ সূর্য হয়ে গেলো গুহা আর গুহা হয়ে গেলো সূর্য!

গুহা সূর্য বনে আনন্দে আত্মহারা! বললো, "এতো দেখছি চিত্তাকর্ষক থেকেও আরো আনন্দদায়ক। বলো ভাই সূর্য, গুহা বনে তুমি কী বুঝলে? সূর্য বললো, "ছি! ছি! এ অন্ধকারের মাঝে আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -৩: স্বপ্ন

একদা এক ভ্রমণকারী চিশতিয়া তরিকার একজন পীরের নিকট আসলেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো কুরআনের জ্ঞান দ্বারা পীরকে ঠেকানো। কিন্তু তিনি কিছু বলার পূর্বেই চিশতি পীর কথা বললেন, "আপনি তো কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ আলাইহিসসালামের স্বপ্নের কথা জানেন। তাহলে আমার একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবেন, যেটিতে আপনিও আছেন?" আগন্তুক অগত্যা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সম্মত হলেন।

চিশতি পীর বললেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আপনার হাত মধুভর্তি একটি পাত্রের ভেতর রেখেছেন। আর আমার হাত পায়খানার মধ্যে!" আগন্তুক সাথে সাথেই বললেন, "এ স্বপ্নের অর্থ খুব সহজ। আপনি ভ্রান্তিতে আছেন আর আমি আছি সঠিক পথে!"

চিশতি শায়খ বললেন, "এক মিনিট! আমার স্বপ্নের বর্ণনা তো

এখানেই শেষ নয়।" আগন্তুক বললেন, "পুরোটা বলুন তাহলে।" পীর সাহেব বললেন, "দেখলাম, আপনি আমার হাতে চাটছেন আর আমি চাটছি আপনার হাত!!"

গল্প -৪: পৃথিবী বদলে দেবো

বিখ্যাত সুফি ওলিআল্লাহ হযরত বায়েজিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে লিখেছেন: "যখন আমি অল্প বয়সের বালক মাত্র তখন প্রভুর কাছে আবদার জানালাম, হে আল্লাহ! আমাকে শক্তি দিন যাতেকরে পৃথিবীর সকলকে আমি আপনার আনুগত্যশীল বান্দায় পরিণত করতে পারি। আমি তো দেখছি সবাই বিপথগামী হয়ে গেছে। আমি পৃথিবীকে বদলে দিতে চাই!

যখন আমি যৌবনে পদার্পণ করলাম তখন আবারো আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালাম: হে আল্লাহ! সমগ্র জগত পরিবর্তন করা আমার জন্য সাধ্যাতীত। আমাকে শক্তি দিন যাতে শুধুমাত্র নিজের পরিবারবর্গকে বদলে দিতে পারি। দয়া করো, হায়াতে জিন্দেগি তো হাত থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে! আমার পরিবারকে পরিবর্তন করাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে।

এরপর যখন বৃদ্ধ হলাম ভাবলাম, পরিবারকেও তো পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ কাজটিও আঞ্জাম দেওয়া আমার জন্য অসম্ভব। তাই বুঝতে পারলাম যে- আমি যদি নিজেকেই বদলাতে পারি তাহলেই যথেষ্ট হবে! সুতরাং দু'আ করলাম, হে প্রভু! নিজেকে পরিবর্তন করার শক্তি আমাকে দান করুন। এবার এক গায়েবি আওয়াজ কর্ণগোচর হলো: "ওহে! সময় তো আর নেই। নিজেকে পরিবর্তনের জন্য শক্তি যোগাতে প্রথমেই আমাকে বললে না কেনো?""

গল্প -৫: আনন্দের চাবি

এক দেশে খুব ধনী একব্যক্তি বাস করতেন। দবে তার মনে সব সময় একটি প্রশ্ন জাগতো- কীভাবে আনন্দিত হওয়া যায়। ধন-সম্পদ

Khanqa-e Ahrariya Aseria, Sylhet, BD

তাকে আনন্দ; দিচ্ছিল না। আনন্দের চাবি কোথায় খুঁজে পাবেন? অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মহামূল্যবান এক থলেভর্তি হীরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো জ্ঞানবান ব্যক্তিদের নিকট এ প্রশ্ন করবেন: "আনন্দের চাবি কী বলে দিন? উত্তর শুনে যদি আমার মনে আনন্দ এসে যায় তাহলে এ থলেভর্তি মহামূল্যবান হীরাগুলো উপহার দেবো।"

তিনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি, আলিম, প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানীদের নিকট একে একে ঐ প্রশ্ন করলেন। কিন্তু কেউই তাকে বলতে পারলেন না- আনন্দের চাবি কী? অবশেষে একরূপ হতাশ অবস্থায় সবার পরিচিত একজন সুফি-দরবেশের নিকটে গেলেন। সুফি তখন মাঠের মাঝখানে একটি বট গাছের ছায়ায় বসা ছিলেন। সালাম-কালাম শেষে সুফির নিকট প্রশ্ন করলেন: "মহাত্মন! আমার এই থলের ভেতর অতিমূল্যবান হীরা আছে। আপনি অনুগ্রহ করে আনন্দের চাবি কী বলে দিন- আমি সব হীরা আপনাকে দেবো।"

সুফিরা কথা বলার চেয়ে বেশি অভ্যস্ত থাকেন আমলের মাঝে। তাই তিনি নিজের পাশে রাখা হীরাভর্তি থলেটি নিয়ে দৌড় দিলেন! হীরার মালিক প্রথমে কী করবেন না বুঝতে পারেন নি। অবশেষে খেয়ালে আসলো- হায়! হায়! এ লোকটি তো দরবেশ নয়- বরং চোর! তিনি সুফিকে ধরতে তার পেছনে ছুটে চললেন। কিন্তু ধরতে পারলেন না। পাশের গ্রামের সকল অলি-গলি সুফির জানা ছিলো। ধনী ব্যক্তি চিৎকার দিলো: "হে গ্রামের মানুষ! আমার থলেভর্তি হীরা নিয়ে আপনাদের সুফি পলায়ন করেছে। তাকে ধরতে আমাকে সাহায্য করুন।" লোকজন তার চিৎকারে কান দিলো না। বিখ্যাত এ সুফি ব্যক্তি চোর হবেন কীভাবে?

এদিকে সুফি সাহেব হীরার থলেসহ বটবৃক্ষের নীচে ফিরে আসলেন। থলেটা যেখানে ছিলো সেখানেই রেখে গভীর ধ্যানমগ্ন হলেন। লোকটি ফিরে আসলো। তার ঘোড়াটিও ওখানে। সে ছুটে এসে থলেটি নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। বললো, "হে আল্লাহ!

Khanqa-e-Aminia Asgaria Sylhet BD

অসংখ্য শুকরিয়া। আমার থলেটি পেয়ে গেছি! আলহামদুলিল্লাহ!

সুফি তাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কী আনন্দিত হয়েছেন হীরার থলে পেয়ে?" তিনি বললেন, "অবশ্যই! অবশ্যই! আমার সারাজীবনের কামাই ফিরে পেয়েছি। আনন্দিত হবো না!" এবার সুফি বললেন, "ভাই, দেখলে তো আনন্দের চাবি কী?"

গল্প -৬: গর্তের ব্যাঙ

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একদল ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিলো। দুর্ভাগ্যবশত দু'টি ব্যাঙ এক গভীর গর্তে পড়ে গেলো। বাকি সকল ব্যাঙ গর্তের চতুর্দিকে দাঁড়ালো। তারা লক্ষ করলো ব্যাঙ দু'টো সুগভীর এ গর্তের এত গভীরে যেয়ে পড়েছে যে, সেখান থেকে উঠে আসার কোনো উপায় নেই। একটি ব্যাঙ গর্তে পড়ে যাওয়া দু'টি ব্যাঙকে জানালো, "তোমরা আর উঠে আসতে পারবে না!" এতে উভয় ব্যাঙ হতাশ না হয়ে লাফ মেরে উঠতে চেষ্টা অব্যাহত রাখলো।

অন্যান্য সকল ব্যাঙ বলতে লাগলো, "আর চেষ্টা করে লাভ নেই। তোমরা এখন মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকো। উপরে উঠে আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে!" দু'টির মধ্যে একটি ব্যাঙ সবার কথামতো লাফালাফির ইতি ঘটালো। এরপর সত্যিই মারা গেলো। অন্যটি কিন্তু নাছোড়বান্দাহ। সে বার বার লাফ দিচ্ছিলো। এদিকে গর্তের উপরস্থ সকল ব্যাঙ বলতে লাগলো, "আর কতো লাফ মারবে? তোমাকেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে। এই গভীর গর্ত থেকে বের হওয়া অসম্ভব। তুমি মৃত্যুকে বরণ করে নাও। অনর্থক কষ্ট করে

Khanqa-e-Ammia Asgaria Sikhe BD

কোনো লাভ হবে না।”

এরপরও কিন্তু সে চেষ্টা ছাড়লো না। আরো বেশি শক্তিতে লাফ মারতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে সফল হলো। গর্ত থেকে বেরিয়ে আসলো। এবার অন্যান্য সকল ব্যাঙ তাকে জিজ্ঞেস করলো, “তুমি কোন কারণে লাফ মারা বন্ধ করলে না। তুমি কী আমাদের কথা শুনো নি?”

ব্যাঙ বললো, আমি যে বধির! কীভাবে শুনবো? ভাবছিলাম তোমরা সবাই আমাকে সর্বদা সাহস ও উৎসাহিত করে যাচ্ছিলে!

Khanqah-e-Amjadia Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৭: এই কারণে সেই কারণ

মুল্লা নাসিরউদ্দিন সন্ধ্যেবেলা কোথাও একা একা যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে কিছুটা অদূরে দেখতে পেলেন একদল সৈন্য তারই দিকে আসছে। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, এরা ডাকাত হতে পারে কিংবা সৈন্য হলে তাকে সেনাবাহিনীতে নিয়ে যাবে। সুতরাং তিনি দৌড় দিলেন। রাস্তার পাশের একটি দেওয়াল টপকে অপরদিকে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। সেখানে ছিলো একটি কবরস্থান।

এদিকে সৈন্যরা নাসিরউদ্দিনের দৌড় ও দেওয়াল টপকে যাওয়ার দৃশ্য দেখে কৌতুহলী হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো এ লোকটিকে দেখার দরকার। সুতরাং তারাও দেওয়াল টপকে কবরস্থানে এসে দাঁড়ালো। নাসিরউদ্দিন ভয়ে পড়ে রইলেন। একজন সৈন্য জিজ্ঞেস করলো, “আরে মিয়া! তুমি কেনো এখানে আসলে?”

নাসিরউদ্দিন বললেন, “আপনাদের কারণে আমি এখানে এসেছি আর আপনারা এখানে এসেছেন আমার কারণে!”

গল্প -৮: পাখিদের পরীক্ষা

একদিন বনের সব জাতের পাখিদের একেকটি, এক জায়গায় একত্রিত হলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, কোন্ জাতের পাখি আকাশের মাঝে সবচেয়ে বেশি উচ্চতায় আরোহণ করে, তা পরীক্ষা করা। পরীক্ষার জন্য সবাই মিলে বিভিন্ন জাতের পাখির মধ্যস্থ জ্ঞানবান ও বয়স্ক পাখিদের নিয়ে একটি নির্বাহী কমিটিও গঠন করা হলো।

শুরু হলো পরীক্ষা। একের পর এক উপরের দিকে উড়তে থাকে। এক বিশেষ উচ্চতায় উঠে একমাত্র ঈগল ছাড়া সব পাখি নেমে আসলো। ঈগল পাখি আরো বেশি উচ্চতায় আরোহণ করে বললো, "দেখো! আমি সবাইকে নিচে ফেলে অনেক উপরে উঠে গেছি।"

একই সময় এক ছোট্ট ছড়ুই পাখি যে কিনা ঈগলের পিঠে বসা ছিলো, উপরের দিকে আরোহণ করতে লাগলো। সে তখনও শক্তি হারায় নি- কারণ ঈগলের পিঠে থাকায় কষ্ট করে আরোহণ করতে হয় নি। নিজের শক্তিকে সে সঞ্চয় করে রেখেছিলো। সে বললো, "আমি ঈগলের চেয়েও উপরে আরোহণ করেছি।"

এদিকে নির্বাহী কাউন্সিল বসলো বিজয়ী ঘোষণা করতে। তারা একবাক্যে বললো, "চড়ুইকে তার বুদ্ধিমত্তা হেতু পুরষ্কৃত করা যায়। তবে আসল বিজয়ী হচ্ছে ঈগল। এছাড়া দীর্ঘ সময় আকাশে উড়ন্ত থাকায় তাকে বিশেষ পুরষ্কার দেওয়া হোক। সে চড়ুইকে পিঠে বহন করেও উর্ধ্বকাশে আরোহণ করেছে।"

Khanqa-e-Amjadia-Aqeena, Sylhet, BD

গল্প -৯: একটি খাড়া পাহাড়

সমুদ্রের তীরে একটি খাড়া পাহাড় ছিলো। একে ইংরেজিতে 'ক্লিফ' বলে। একদা এক ব্যক্তিকে বড়ো একটি বাঘ দৌড়াতে দৌড়াতে ঐ ক্লিফের নিকট নিয়ে গেলো। সেখানে অর্ধ-পড়ন্ত একটি ছোট্ট গাছ ছিলো। লোকটি লাফ মেরে ঐ গাছের একটি ডালে ধরে লটকে রইলো। এদিকে বাঘটি ক্লিফের একেবারে নিকটে যেয়ে গুঁতঘাঁত করতে লাগলো।

ক্লিফের অনেক নিচে সমুদ্রের পানি ঢেউ তুলছিলো। সেখানে অনেক হাঙ্গর সাঁতার কাঠছিলো। ঝুলন্ত লোকটি আরো বেশি আতঙ্কিত হলো যখন লক্ষ্য করলো দু'টি বড়ো ইঁদুর এসে গাছের গোঁড়া ধীরে ধীরে কেটে ফেলছিলো! সে অসহায় অবস্থায় দু'আ করলো, "হে প্রভু! আমাকে বাঁচাও!" গায়েবি আওয়াজ শুনলো, "বাঁচাবো তো ঠিকই। আগে ডালটি ছেড়ে দাও না!

Khanqah-e-Aminia-Asgaria Sylhet, BD

গল্প -১০: চার ব্যক্তি ও একজন দোভাষী

চার ব্যক্তিকে একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হলো। এদের প্রথমজন ছিলো ফার্সি। সে বললো, আমি এই মুদ্রা দিয়ে আঙ্গুর ক্রয় করবো। দ্বিতীয়জন ছিলো আরব। সে বললো, আমি এই মুদ্রা দিয়ে ইনাব ক্রয় করবো, আঙ্গুর কিনবো না। তৃতীয়জন ছিলো তুর্কি। সে বললো, আমি এই মুদ্রা দিয়ে আঙ্গুর কিংবা ইনাব না কিনে উযুন ক্রয় করবো। চতুর্থজন ছিলো গ্রিক। সে বললো, আমি আঙ্গুর, ইনাব বা উযুন কিনবো না- আমি বরং এ মুদ্রা দিয়ে স্টাফিল ক্রয় করবো।

বুঝাই গেলো, এ চারব্যক্তির নিকট তথ্য আছে কিন্তু জ্ঞান নেই।

অদূরে বসা ছিলেন এক জ্ঞানবান ব্যক্তি। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি এই একটি মাত্র মুদ্রা দিয়েই তোমাদের সবার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবো! তোমরা বাস্তবে নিজেদের ভাষায় যে জিনিস ক্রয় করতে ইচ্ছাপোষণ করছো তা মূলত একই জিনিস- সেটা হচ্ছে গ্রেপ্স (grapes -আঙ্গুর ফল).

গল্প -১১: যা জানি তা সবাইকে জানানো হচ্ছে সফলতা

এক দেশে চারটি ছোট্ট শহর ছিলো। প্রত্যেক শহরে খাদ্যাভাবে মানুষ মরে যাচ্ছিলো। তবে প্রতিটি শহরে একেকটি থলেপূর্ণ বীজ ছিলো।

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

প্রথম শহরের কেউ জানতো না বীজ দিয়ে কী করতে হয়। সুতরাং এ শহরের সবাই না খেয়ে মৃত্যুর কোলো ঢলে পড়লো।

দ্বিতীয় শহরের একজন মাত্র জানতো বীজ কী জিনিস এবং কীভাবে এগুলো জমিনে ছিটিয়ে দিয়ে শস্য পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো কারণবশত সে বীজগুলো কাজে লাগালো না। সুতরাং এ শহরের সবাই না খেয়ে মারা গেলো।

তৃতীয় শহরের এক ব্যক্তি বীজ দ্বারা শস্য ফলনের নিয়ম-কানুন জানতো। তবে সে দাবী করলো, সবাইকে বাঁচাতে হলে আমাকে রাজা বানিয়ে তোমরা সকলে প্রজা হতে হবে! খিদের জ্বালায় জর্জরিত সবাই তার শর্ত মানলো এবং বেঁচে রইলো প্রজা হিসেবে।

চতুর্থ শহরের এক ব্যক্তি বীজ ও শস্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানবান

ছিলো। সে সবাইকে বীজ বপন ও শস্য চাষ করার পদ্ধতি শিখালো। সুতরাং এই শহরের সবাই খেলো এবং বাঁচলো। সাথে সাথে সবাই ছিলো মুক্ত এবং আত্মনির্ভরশীল।

গল্প -১২: সুফি কেনো বয়ান বন্ধ করলেন

বহুদূর পাড়ি দিয়ে একজন সালিক বিখ্যাত এক সুফির দরবারে হাজির হলেন। শুনা যায় এই সুফি বিখ্যাত একজন ওয়াইজ।

আগন্তুক সুফিকে আবদার জানালেন: "হযরত! লোকে বলে, পড়া থেকে শতগুণ উত্তম হলো শ্রবণ। আপনার দরবারে থেকে হাক্কিক্বাতের বাক্যাবলি শুনতে দয়া করে অনুমতি দিন।"

সুফি সাহেব বললেন, "তবে ... যদি তুমি বধির না হও। বলা হয়ে থাকে বধিরদের সামনে ওয়াজ করা মারাত্মক। তাই আজকাল বয়ান করি না।"

আগন্তুক: সবাই তো আর বধির নয়?

সুফি: আমার এক ওয়াজে অনেক লোক উপস্থিত ছিলো। এক পর্যায়ে আমি বললাম, "কুকুর বা শূকরের মতো হবে না .. " ওয়াজ শেষে তাদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ শুরু হলো। কেউ বললো আমি বলেছি, 'কুকুর হও!'। অন্যরা বললো, 'না- তিনি বলেছেন শূকর হও!'। অন্য আরেকদল বললো, 'শূকরের মাংস ভক্ষণ করতে বলেছেন!' ইত্যাদি। দেখো বাবা, ওয়াজ সঠিকভাবে শ্রবণ করা এক জিনিস আর বধিরদের মতো শ্রবণ করা আরেক জিনিস। সুতরাং লিখিত কিতাব পাঠ করাই উত্তম- এমনকি তুমি যদি অন্ধ থাকো, অন্য কেউ তোমাকে পড়ে শুনাতে পারে।"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Silhat, BD

গল্প -১৩: হাকিম সানাঈ'র রাজ্য

রোমের এক শাহজাদা হাকিম সানাঈর একটি কবিতার প্রথম লাইন শুনলেন:

> ওহে! যারা শুনেছো রুম ও চীন সম্পর্কে, ওঠো! দেখো সানাঈ'র রাজ্য।

শাহজাদা ভ্রমণে বের হয়ে গজনী রাজ্যে চলে আসলেন। এখানে এসে শুরু করলেন সানাঈ'র রাজ্যের অনুসন্ধান। তিনি আবিষ্কার করলেন, এ রাজ্যের রাজা হাকিম সানাঈ অত্যন্ত গরীব এক দরবেশ হিসেবে বাস করছেন। শাহজাদার সঙ্গে সাক্ষাতকালে কবি হাকিম একটি কবরস্থানে গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ধ্যান ভাঙ্গার পর শাহজাদা প্রশ্ন করলেন, "আপনার রাজ্য কোথায়- বলবেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "বলার প্রয়োজন নেই, তুমি দরবেশের ছেড়া বস্ত্র পরে নাও। এমনিতেই সানাঈ'র রাজ্য উন্মোচন হবে।" সুতরাং হাকিম সানাঈর মুরিদ হয়ে দুনিয়ার ধন-সম্পদের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হলেন রুমের শাহজাদা। আল্লাহ তা'আলা এই অবস্থায় তার মধ্যে ইলমে লাদূনি ঢেলে দিলেন। শাহজাদা বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

জ্ঞান ফেরার পর হাকিম সানাঈ প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী দেখলে? আমাদের রাজ্য অবলোকন করেছো?" শাহজাদা বললেন, "আমি যা দেখলাম, তা আপনার কবিতার লাইনে ফুটে ওঠেনি! রুম ও চীন নয়, জগতের সকল রাজ্যের সঙ্গেও (এ আধ্যাত্মিক রাজ্যের) তুলনাই হয় না।"

Khanqa-e-Amina-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -১৪: তিন শায়খ

এক স্থানে বাস করতেন একজন বড়ো মাফের সুফি শায়খ। তিনি যখন অন্তিম শয্যায়, কেউ একজন প্রশ্ন করলো, "হযরত! আপনি

ক'জন শায়খের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "দ্যাখো, আমি হাজার হাজার শায়খের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছি। সবার কথা বলতে গেলে কয়েক মাস বা বছর লাগবে। সুতরাং তোমার প্রশ্নের জবাবে বিশিষ্ট তিন জনের কথা বলবো।

প্রথম শায়খ হলেন এক চোর! আমি একদিন বিস্তীর্ণ এক মরুভূমিতে পথের দিশা হারিয়ে ফেলি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি গ্রামের রাস্তা পেলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছুয়ে দেখি রাত গভীর হয়ে গেছে। গ্রামের সবাই গভীর ঘুমে। একজনও ঘরের বাইরে নেই।

কোনো এক বাড়িতে এসে দেখলাম একব্যক্তি সিঁধ কাটছে। আমি তার কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কোথাও মাথা গোঁজানো যাবে কি? সে বললো, "এতো গভীর রাতে কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে না। তবে আপনি আমার সাথে থাকতে পারেন। জানি না, আমার মতো একজন চোরের সাথে থাকতে আপনার মন চাইবে কী না।"

সুতরাং ১ মাসের জন্য এই চোরের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত করি। প্রত্যেক রাতে সে আমাকে বলতো, "আমি কাজে চলে যাচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্তে উপাসনা ও বিশ্রাম করুন।" সে যখন ফিরে আসতো তখন জিজ্ঞেস করতাম, "আজ তুমি কিছু পেয়েছো?" সে জবাব দিতো, "না আজকে নয়, আগামিকাল আবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ!"

প্রতিদিন এভাবে নিস্ফল হয়েও সে কখনো আশা ছাড়ে নি। তাকে দেখতাম খুব প্রফুল্ল।

আমি যখন বছরের পর বছরব্যাপী ইবাদত-বন্দেগি ও ধ্যান-মুরাক্বাবা করেও কোনো সফলতা পাচ্ছিলাম না, তখন অনেকসময় খুব হতাশ হয়ে যেতাম। এমনকি সবকিছু ছেড়ে দিতেও উদ্যত হতাম- ঠিক সে মুহূর্তে এই চোরের কথা মনে পড়তো। সে যখন বলেছিলো, "ইনশাআল্লাহ! আগামীকাল সফল হবো।"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

আমার দ্বিতীয় শায়খ হচ্ছে একটি কুকুর! কোনো একদিন আমি নদীর তীরে হেঁটে চলছিলাম। চোখে পড়লো খুব পিপাসার্ত একটি কুকুর। দেখলাম কুকুরটি নদীর পানি পান করতে এগুলো। এরপর পানিতে নিজের প্রতিবিম্বিত চেহারা দেখে সে খুব জোরে ডাকতে ডাকতে কয়েক কদম পেছনে সরে এলো। এভাবে অন্তত ৭-৮ বার করেও কিন্তু হাল ছাড়েনি। অবশেষে সে নদীর পানিতে মুখ দিয়ে পানি পান করে তার পিপাসা মিটিয়ে চলে গেলো।

এ দৃশ্যের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি ইশারা আমি পেয়ে যাই। সেটা হলো, সাধনার রাস্তায় থেকে অগ্রসর হতে হবে যদিও সময় সময় ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

তৃতীয় শায়খ ছিলো একটি ছোট্ট বালক। আমি একদিন এক ছোট্ট শহরে রাতের বেলা প্রবেশ করি। তখন চোখে পড়লো ছোট্ট এক বালক জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে হেঁটে চলছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে ছোট্ট বালক! বলতো, তুমি নিজেই কী এ মোমবাতি জ্বালিয়েছো?

বালক জবাব দিলো "জী হ্যাঁ, জনাব"।

আমি বললাম, "এক সময় তো এ মোমবাতিতে আগুন ছিলো না। এরপর তুমি আগুন দিয়েছো। বলতো আগুন হতে কোত্থেকে আলো বেরিয়ে আসে?"

বালকটি হেসে হেসে জবাব দেয়, "ঠিক আছে আমি বলছি।" এরপর সে মোমবাতির আগুন ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিলো। এরপর আমাকে প্রশ্ন করলো, "আপনি বলুন তো আলোটুকু কোথায় গেলো?" আমি একেবারে হতবাক!

বলাক আবার বললো, "আমি বলছি, আলোটা যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে চলে গেছে! এটা তার সূত্রের কাছে ফিরে গেছে।"

Khanka-e-Amjhina Asgaria Sylhet, BD

তার এ কথাগুলো আমার নফসে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। এ মুহূর্তে অনুভব করলাম, আমার মতো বোকা বুঝি এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই!

গল্প -১৫: বড়ো গাছে ছোট্ট ফল

একদিন মুল্লা নাসিরউদ্দিন এক বড়ো বরই গাছের ছায়ায় বসে ভাবছিলেন। তিনি বুঝতে চেষ্টা করছিলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন্ কারণে শক্ত বড়ো এই গাছের ফল এতো ছোট্ট করলেন? অথচ লাউ, কুমড়া, তরমুজ ইত্যাদি যেসব গাছে ফলে ওগুলো চিকন চিকন দ্রাক্ষালতা মাত্র। বেচারা গাছ কোনো মতে তার ফলের ওজনটি বহন করে। সময় সময় মাটির ওপর পড়েও যায়।

মুল্লা নাসিরউদ্দিন তাঁর প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ গাছের সর্বোচ্চ ডাল থেকে একটি পাকা বরই তাঁর মাথায় পড়ে গেলো! সাথে সাথে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

তিনি মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "হে আল্লাহ, তোমাকে ধন্যবাদ! এ বরইয়ের আয়তন যদি কুমড়া বা তরমুজের সমান হতো, তাহলে এক্ষুণি প্রাণ চলে যেতো। সবকিছু তুমি যেভাবে বানিয়েছো- তা-ই উত্তম। তোমার দয়ার শেষ নেই।"

Khandkar Aminia Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -১৬: সবকিছুর মূলে আছে প্রভুর পরিকল্পনা

কেনো এক গ্রামে খুব অলস একব্যক্তি বাস করতো। সে কাজকর্ম মোটেই পছন্দ করতো না। তবে খেতে হবে তো। সে সর্বদাই সহজ উপায়ে খাবার সংগ্রহে অভ্যস্ত ছিলো। একদিন সে একটি ফলের বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। ভাবলো, কিছু ফল চুরি করে নিয়ে

গেলে কেমন হয়। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। একটি বড়ো আপেল গাছে উঠে গেলো সে। কিন্তু বিধি বাম কোত্থেকে বাগানের মালিক এসে হাজির! সাথে সাথে গাছ থেকে লাফ মেরে নেমে- দে ছুট! মালিক পেছনে দৌড় দিলো কিন্তু অলসকে ধরতে পারলো না। অলস ব্যক্তি একটি অপেক্ষাকৃত বড়ো জঙ্গলে প্রবেশ করে লুকিয়ে রইলো। মালিক ফিরে গেলো।

জঙ্গলের ভেতর অলস দেখতে পেলো লেংড়া এক শিয়াল বসে আছে। সে ভাবলো, এ শিয়াল কীভাবে বেঁচে আছে? তাকে তো বনের হিংস্র জানোয়াররা খেয়ে ফেলার কথা। ভাবনা শেষ হতেই সে দেখলো একটি সিংহ শিয়ালের দিকে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। তার মুখে এক টুকরো মাংস। ভাবলো, এবার শেয়ালের রক্ষা নেই। কিন্তু না- সিংহ শেয়ালের পাশে এসে মাংসের টুকরোটি ফেলে দিয়ে চলে গেলো।

এ দৃশ্য দেখে অলসের হুঁশ ফিরে এলো। বললো, "সুবহানাল্লাহ! সবকিছুতেই আল্লাহর পরিকল্পনা নিহিত। তিনি কী সুন্দরভাবে শেয়ালের খোরাক যোগালেন।" সে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। বড়ো একটি গাছের ছায়ায় বসে ভাবলো, আল্লাহ তাকে নিশ্চয়ই খাওয়াবেন, ঠিক যেভাবে শেয়ালটিকে খাবার জোগাড় করে দিয়েছেন। দুই দিন চলে গেলো। সে অনাহারে কাটালো। নিরাশ হয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে অলস।

পথিমধ্যে এক সুফির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সুফি তাকে কিছু খাবার দিলেন। লোকটি সবকিছু বলে প্রশ্ন করলো, একটি অসহায় শেয়ালকে তিনি খাবার জোগাড় করে দিলেন। অথচ আমাকে তিনি বঞ্চিত রাখলেন?

সুফি মুচকি হেসে বললেন, "এটা সত্যি, সৃষ্টিকর্তা সবকিছু পরিকল্পনা মতো করেন। তুমিও সে পরিকল্পনার অংশ মাত্র। কিন্তু পুত্র আমার! তুমি তাঁর দয়ার উদাহরণটি সম্পর্কে ভুল বুঝেছো। তিনি চাননি তুমি শেয়ালের মতো হও- বরং তিনি চান তুমি হবে সিংহের মতো।"

Khanqa-e-Amina Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -১৭: সঠিক অর্থ

সত্য কী তা বুঝার জন্য একব্যক্তি অনেক বছরব্যাপী অনুসন্ধানে ছিলো। অবশেষে এক সুফি দরবেশের কাছে এসে প্রশ্ন করলো, "হুজুর! হাক্বিক্বাতের অর্থ কী তা জানতে আমি আগ্রহী। আজ বহু বছর যাবৎ এর সন্ধানে কাটিয়েছি। আপনি দয়া করে উত্তর দেবেন?"

সুফি বললেন, "চলে যাও। এই কথাটি নিয়ে ভাবতে থাকো: **বকোঅনে**।" লোকটি চলে গেলো। সে যখন পুনরায় সুফির সন্ধানে এলো তখন জানতে পারলো তিনি ইন্তিকাল করেছেন। লোকটি নিরাশ হয়ে ভাবলো, "আমি আর কখনও সত্য কী- জানতে পারবো না।"

সুফির প্রধান খলিফার সঙ্গে একদিন তার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, "যদি তিনি বলে থাকেন '**বকোঅনে**' তাহলে এর অর্থ কী আমি বলে দেবো।" অনুসন্ধানী লোকটি খুব আগ্রহভরে বললো, "বলুন হুজুর, বলুন!"

তিনি বললেন, "এর অর্থ হলো **ব**র্ণগুলোর **কো**নো **অ**র্থ **নে**ই! বুঝলে?" একথা শুনে অনুসন্ধানী চিৎকার দিলো, "তাহলে কেনো তিনি আমাকে একথার উপর ভাবতে বললেন?"

সুফি বললেন, "এর কারণ হলো, যখন কোনো গাধা তোমার কাছে আসে তখন তাকে দেবে বাঁধাকপি। তার জন্য এটা হচ্ছে পুষ্টি- সে এটাকে যাই বলুক না কেনো। গাধারা হয়তো ভাবে, তারা বাঁধাকপি ভক্ষণের চেয়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে!"

Khanqa-e-Aminia Asgaria Sirhed, BD

গল্প -১৮: উটের পুত্র

একদিন এক বেদুঈন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আবদার জানালো, "দয়া করে আমাকে একটি উট দিন।" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঠিক আছে। আমি তোমাকে উটের এক পুত্র দিচ্ছি।"

লোকটি বললো, "আমার মতো পরিণত বয়স্ক লোককে উটের পুত্র কীভাবে বহন করবে হুজুর?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সহজেই বহন করবে- আমি যে বড়ো উট তোমাকে দেবো সেটা কী কোনো উটের পুত্র নয়?"

Khanqa-e-Amjadia-Asgaria, Silhet, BD

গল্প -১৯: ছুরি

এক যাযাবর দরবেশ গভীর মুরাক্বাবায় নিমগ্ন একজন সুফি শায়খের কাছে ছুটে এলো এবং বললো, "আসুন তাড়াতাড়ি! আমাদের একটা কিছু করতে হবে। এক গাধা এইমাত্র একটি ছুরি তুলে নিয়েছে।"

সুফি শায়খ বললেন, "চিন্তার কারণ নেই। মানুষের হাতে এরূপ ছুরি না থাকলেই হলো।"

দরবেশ সত্যিই দেখলো, গাধা ছুরিটি ছুড়ে ফেলেছে।

গল্প -২০: দু'য়ে দু'য়ে পাঁচ

এক উস্তাদ ৬ বছর বয়স্কদের ক্লাসে অঙ্কের পাঠদান করছিলেন। আদি নামক এক ছাত্র ছিলো। উস্তাদ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আদি, আমি তোমাকে দু'টি আম দিলাম, আর তোমার নিকট আগে

থেকেই দু'টি আম ছিলো। এখন তোমার নিকট ক'টি হলো?"

আদি জবাব দিলো, "৫টি আম!"

তিনি অবাক হলেন এ অশুদ্ধ জবাবে। আবার একইভাবে প্রশ্ন করলেন। আদি একই জবাব দিলো, ৫টি আম।

তৃতীয় বার দু'আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "আমি দিলাম দু'টি আম আর তোমার ব্যাগে আছে আরো দু'টি আম- তাহলে ক'টি আম হলো?"

আদি বললো, "৫টি হলো!"

উস্তাদ জানতেন, আদি একটি মেধাবী ছাত্র- তাহলে সে কেনো এই সাধারণ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিচ্ছে না? তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, "কীভাবে তোমার নিকট ৫টি আম হবে?"

আদি হেসে হেসে বললো, "স্যার! আমার ব্যাগে তো আরো একটি আম আছে! আমার আম্মা আমাকে দিয়েছিলেন।"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -২১: অপরের অস্বীকৃতির আসল কারণ মঙ্গল হতে পারে

একদা এক অন্তঃসত্ত্বা পাখি বাসা বাঁধার জন্য খোঁজ করছিলো একটি উপযুক্ত বৃক্ষের। সে পাশাপাশি দু'টি গাছ পেলো। বিনা অনুমতিতে বাসা বাঁধা ঠিক নয় ভেবে প্রথমটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার একটি ডালে বাসা বাঁধার অনুমতি চাচ্ছি। দেবে?'

গাছ বললো, "না। আমার ডালে বাসা বাঁধতে দেবো না।"

দ্বিতীয় গাছটি অনুমতি দিলো। পাখি বাসা বেঁধে ডিম পাড়লো। শুরু হলো বৃষ্টির মওসুম। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও ঝড়ে অনেক গাছ পড়ে গেলো। পানির শ্রেতে অনেক গাছপালা ভেসে যাচ্ছিলো। পাখিটির গাছ শক্ত থাকায় দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হলো। তবে ঐ প্রথম গাছটি পড়ে যেয়ে

ভেসে যেতে লাগলো। পাখি বললো, "আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। তুমি আমাকে বাসা বাঁধতে অনুমতি দেওনি।"

প্রথম গাছ বললো, "হে পাখি! আমার এ অবস্থা হবে আমি আগে থেকেই জানতাম। তোমাকে ও তোমার ডিমগুলো বাঁচাতেই অনুমতি দেই নি।"

গল্প -২২: বোকা গাধা

একদেশে ছিলেন এক লবণ বিক্রেতা। তার একটি গাধা ছিলো। সপ্তাহে দু'বার গাধার পিঠে লবণের বড়ো বস্তা তুলে দিতেন এবং স্থানীয় হাটে যেয়ে লবণ বিক্রি করতেন। ভারী লবণের বস্তা হেতু গাধাটি বড়ো কষ্ট করে এটি বহন করতো। হাটে যাওয়ার পথে একটি খাল ছিলো। সরু একটি সেঁতুর উপর দিয়ে সবাই খাল অতিক্রম করে। একদিন পা পিছলে গাধাটি খালে পড়ে গেলো। লবণের বস্তা ভিজে যাওয়ায় কিছুটা লবণ গলে গেলে পরে ওজন অনেকটা পাতলা হলো।

গাধাটি ভাবলো, এভাবে প্রত্যেকবার যদি খালে পড়ি তাহলে পিঠের ওজনটা কমাতে পারবো। তাই সে দ্বিতীয় দিনও খালে পড়ে গেলো ইচ্ছে করে। এভাবে তৃতীয় দিন পড়ার পর লবণ ব্যবসায়ী বুঝতে পারলেন গাধাটি ইচ্ছে করেই এমন করছে- পিঠের বোঝা কমাতে। তিনি এবার একবস্তা তোলা তার পিঠে দিলেন। খাল পার হওয়ার সময় গাধাটি আগের মতোই ইচ্ছে করে খালে পড়ে গেলো। কিন্তু এবার খাল থেকে উঠে যাওয়ার পর পিঠের বস্তার ওজন অনেকগুণ বেড়ে গেলো! গাধাটি ভাবলো ব্যাপার কি? সুতরাং সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, এখন থেকে আর খালে পড়া যাবে না। এদিন থেকে লবণ বিক্রেতা বোকা গাধাকে ভারী লবণই বহন করতে বাধ্য করেন।

Khanqah-e-Aminia-Asgaria Sylhet BD

গল্প -২৩: দুই বন্ধু

একদা দু'জন আন্তরিক বন্ধু মরুভূমির ওপর হাঁটছিলেন। আমরা এদের সালমান ও সবুর বলে সম্বোধন করবো। তারা বিভিন্ন বিষয় আলাপ করে করে চলছেন। একসময় সালমান একটি কথার জবাবে সবুর কিছু কঠুকথা বললেন। এতে রাগ করে সালমান বন্ধু সবুরের গালে একটি চড় বসিয়ে দেন। সবুর চড় খেয়েও সবর করলেন। তবে বালুর উপর লিখলেন: "আমার নিকট-বন্ধু সালমান আমাকে একটি চড় মেরেছে।"

উভয়ে হাঁটতে থাকেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই একটি মরুদ্যান চোখে পড়লো। দুই বন্ধু সিদ্ধান্ত নিলেন এখানকার পুকুরে গোসল করবেন।

উভয়ে পানিতে নেমে গোসল করার সময় সবুর একটি চোরাবালির কবলে পড়ে নিচের দিকে যেতে থাকেন। সালমান তাকে তাড়াতাড়ি করে ধরে উদ্ধার করলেন। এবার সবুর একটি পাথরের মধ্যে লিখলেন: "আমার প্রিয় বন্ধু আমার জীবন বাঁচিয়েছে।"

সালমান প্রশ্ন করলেন, ইতোমধ্যে থাপ্পড় খেয়ে বালুর উপর লিখলে। এখন কেনো পাথরের উপর লেখা হলো? সবুর জবাব দেন: "কেউ যদি আমাদেরকে কষ্ট দেয় তাহলে সেকথা বালুর উপরেই লিখে রাখা উচিৎ। এতে 'ক্ষমার বাতাস' এসে লেখাটি মিটিয়ে দিতে পারে। অপরদিকে কেউ যদি আমাদের কোনো উপকার করে, তাহলে সে কথাটি পাথরে খোদাই করে লিখে রাখা উচিৎ। ফলে বাতাস কেনো, ঝড় -বৃষ্টিও এ লেখা মুছে দিতে পারবে না।

Khanqa-e-Amjadia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -২৪: চার মাদরাসা ছাত্র

এক মাদরাসায় একই শ্রোণিতে চারজন ছাত্র ছিলো। মুয়াল্লিম একদিন বললেন, কাল তোমাদের একটি পরীক্ষা আছে আরবি ভাষার ওপর। সুতরাং ভালো করে পড়ে আসবে।

তারা সবাই ছিলো মেধাসম্পন্ন ছাত্র। সুতরাং লেখাপড়া না করে তারা দূরবর্তী এক ওয়াজ মাহফিলে চলে গেলো। ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় বাড়িতে কেউ পড়ালেখা করতে পারলো না। কীভাবে তাহলে আগামীকালের পরীক্ষায় বসা যায়।

সবাই মিলে এক ফন্দি আঁঠলো: হুজুরকে বলবো, কাল আমারা এক জায়গায় গিয়েছিলাম বিয়ের ওয়ালিমায়। ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে আমাদের বাসের একটি চাকা ফেটে যাওয়ায় বেশ দেরিতে বাড়ি ফিরেছি। তাই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি নি।

উস্তাদ তাদের আবদার মঞ্জুর করে বললেন, ঠিক আছে। আরো তিনদিন পরে তোমরা চারজনের পরীক্ষা হবে। চার ছাত্র এ তিনদিনে খুব ভালো করে লেখাপড়া করে আরবি ভাষার ওপর পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হলো। পরীক্ষার জন্য তাদের চার জনকে চারটি আলাদা কক্ষে বসতে হলো। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে সবাই অবাক! মাত্র দু'টি প্রশ্ন:

১. তোমার নাম ..... (১ মার্ক)

২. সেদিন বাসের কোন্ চাকা ফেটেছিলো : (মার্ক ৯৯)

১. সামনের ডানেরটি। ২. সামনের বাঁয়েরটি।

৩. পেছনের ডানেরটি। ৪. পেছনের বাঁয়েরটি।

Khanqah-e-Amania Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -২৫: অতিলোভে উপোস থাকা

এক দরবেশ তার শাগরিদদেরে অতিলোভের কুফল বুঝাতে যেয়ে এক সিংহের কেচ্ছা বললেন।

এক দেশে বনের এক সিংহের খুব খিদে পেলো। সে তার গর্ত থেকে বেরিয়ে শিকার খুঁজতে থাকে। কিন্তু মনের মতো কোনো শিকার পাচ্ছিলো না। অনেক ঘুরাঘোরির পর চোখে পড়লো একটি খরগোশ। সিংহ ভাবলো, এটি খেয়ে তো পেটের এক কোণও ভরবে না। কী করা যায়? এটিকেই ধরে নিল সিংহ। খরগোশকে মেরে ফেলার পূর্ব মুহূর্তে সিংহের চোখে পড়লো একটি হরিণ। সে সাথে সাথে খরগোশকে ছেড়ে হরিণটির দিকে ছুটে চললো। কিন্তু দৌড়ে অতিপটু হরিণটি মূহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলে যেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গোলো। সিংহ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলো, "বেশি খেতে যেয়ে কিছুই খাওয়া হলো না বুঝি!"

কেচ্ছা শেষ করে দরবেশ বললেন, "হাতের মুঠোয় একটি পাখি জঙ্গলের ভেতর দুটি থেকেও উত্তম।"

Khanqah-e-Aminia-Aqgarh, Sylhet BD

গল্প -২৬: নাসিরউদ্দিন, বন্ধু ও ভল্লুক

মুল্লা নাসিরউদ্দিন এক বন্ধুসহ জঙ্গলের ভেতর হাঁটছিলেন। সবুজ বৃক্ষ-তরু-লতার সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে এক জায়গায় যেয়ে বৃক্ষের নিচে বসে পড়লেন উভয়ে। হঠাৎ দেখা গেলো ইয়ামোটা এক ভল্লুক তাদের দিকেই ধেয়ে আসছে। বন্ধু জানতো গাছের উপরে আরোহণ করে নিলে জীবন রক্ষা হয়। তাই সে মুল্লার কথা ভুলে তাড়াতাড়ি গাছের উঁচু ডালে আরোহণ করলো। এদিকে বেচারা নাসিরউদ্দিন দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি গাছে আরোহণ কীভাবে করতে হয় জানতেন না।

নাসিরউদ্দিন ভাবলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ভল্লুকের খাদ্যে

পরিণত হতে হবে তাকে। হঠাৎ এক কথা মনে পড়লো তার। এক ফকির ব্যাটা একদিন বলেছিলো, হিংস্র জন্তুরা মৃত কাউকে ভক্ষণ করতে পছন্দ করে না। সুতরাং তিনি মাটিতে পড়ে মৃত লাশের ভান করলেন। সত্যিই ভল্লুকটি তার কান-নাক ও দেহের বিভিন্ন অংশ শোঁকালো। এরপর ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো।

বন্ধু গাছ থেকে নেমে এসে নাসিরউদ্দিনকে প্রশ্ন করলেন, "ভল্লুকটি তোমাকে কানকথায় কী বললো?"

নাসিরউদ্দিন জবাব দিলেন, "ভল্লুক আমাকে উপদেশ দিলো, তোমার মতো বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করতে! বিপদে বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়- হ্যাঁ না?"

Khanqa-e-Aminia Asgaria, Silhet, BD

গল্প -২৭: জীবন সংগ্রাম

একদা এক মেয়ে তার বাবার কাছে যেয়ে বললো, "বাবা! আমার জীবনটা অশান্তিতে ভরপুর। আমি জানি না কোন সময় কী করি। জীবনসংগ্রামে বোধ হয় আমি হেরে যাবো।"

মেয়ের পিতা একজন ভালো বাবুর্চি ছিলেন। মেয়েকে বললেন, "এসো আমার সাথে। আমরা রান্নাঘরে যাবো।"

রান্নাঘরে যেয়ে তিনি তিনটি পাত্রে পানি ভরলেন। এরপর কুকারের তিনটি বার্নারে আগুন দিলেন। পাত্র তিনটি বসিয়ে একটিতে কিছু আলু, আরকেটিতে কয়েকটি ডিম ও একটিতে কিছু কফি পাউডার ঢেলে দিলেন। মেয়ে দাঁড়িয়ে পিতার কার্যক্রম দেখলে লাগলো।

২০ মিনিট পর তিনি কুকারের বার্নারগুলোর আগুন নিভিয়ে দিলেন। ডিম ও আলু একটি পাত্রে রাখলেন। কফি সেই পাত্রেই ছিলো। তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন, "একটি আলুতে আঙ্গুল দিয়ে গুঁতো দাও

তো।" মেয়ে তা-ই করলো। পিতা প্রশ্ন করলেন, "কেমন লাগলো আলুটি?" মেয়ে জবাব দিলো, "নরম"। পিতা বললেন, "এবার ডিমটির খোসা ভেঙ্গে ফেলো।" মেয়ে তা-ই করলো। "ডিমটি শক্ত হয়েছে?" পিতার এ প্রশ্নে মেয়ে বললো, "অবশ্যই"। পিতা বললেন, "এবার কফির দিকে তাকাও। কেমন সুগন্ধি ছড়াচ্ছে, তাই না?"

মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, "বাবা! আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? তিনি বললেন, "দ্যাখো, আলু ডিম ও কফি ফুটন্ত পানিতে পড়ে কীভাবে তাদের গুণাবলী বদলে দিয়েছে? প্রত্যেকটির প্রতিক্রিয়া কিন্তু ভিন্ন। আলু হয়েছে শক্ত থেকে নরম, ডিম হয়েছে নরম থেকে শক্ত। কিন্তু কফির প্রতিক্রিয়া ছিলো ফুটন্ত পানির সাথে মিশে মজাদার কফি পানীয়তে পরিণত হওয়া। হে আমার প্রিয় মেয়ে, তুমি কোনটি? জীবনসংগ্রামে তুমি আলু, ডিম না কফির মতো হবে?"

Khanqa-Amina-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -২৮: আঙ্গুর ফল ও শিয়াল

একদিন সুফি নাজমুদ্দিন তাঁর মুরিদদের সম্মুখে একটি গল্প বললেন তাদের শিক্ষা দিতে।

এক বিকেলে একটি শিয়াল জঙ্গলের মধ্যে হাঁটছিলো। সে লক্ষ করলো, একটি আঙ্গুর ফলের গাছে অনেক আঙ্গুর ধরেছে। প্রতিটি আঙ্গুর খুব সুস্বাদু হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছিলো। শিয়ালের মন আন্দোলিত হয়ে উঠলো। কী মজার রসালো আঙ্গুর! আমার পিপাসা মেটানোর এই তো সুযোগ!

আঙ্গুর ফলগুলো মাটি থেকে বেশ উঁচুতে ছিলো। তাই শিয়াল লাফ দিলো আঙ্গুর পেড়ে আনতে। কিন্তু পারলো না। আবার লাফ, আবার ব্যর্থ। এভাবে ৮-১০ বার লাফ মেরেও সে ব্যর্থ হলো।

অবশেষে চলতে চলতে শিয়াল মন্তব্য করলো, "থাক! এগুলো

পেড়ে কী লাভ- সম্ভবত সব আঙ্গুর এখনও পাকে নি- খেতে হয়তো ঠ্যাঙ্গা লাগবে!"

সুফি সাহেব তাঁর মুরিদদের একজনকে প্রশ্ন করলেন, বলতে পারো শিয়ালের শেষের কথা দ্বারা কী বুঝাচ্ছে।

মুরিদ বললো, "যা তুমি পারবে না- তার প্রতি অবজ্ঞা করা খুব সহজ।"

সুফি মুচকি হাসি হেসে বললেন, "ঠিক বলেছো! মারহাবা!"

গল্প -২৯: সিংহ ও গরীব ক্রীতদাস

এক সাধারণ ক্রীতদাস যে তার মনিবের অত্যাচারে জর্জরিত, একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে জঙ্গলে চলে গেলো। গভীর জঙ্গলে হেঁটে হেঁটে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরছিলো সে। হঠাৎ চোখে পড়লো এক সিংহ। মনে হচ্ছিলো সে কোনো কারণে কাতর হয়ে আছে। কাছে যেতেই ক্রীতদাস বুঝতে পারলো, সিংহের ডান পায়ে একটা কিছু বেধেছে তাই সে ব্যথায় কাতর। ক্রীতদাস সাহস করে সিংহের নিকট যেয়ে বসলো। এরপর ধীরে ধীরে পায়ের থাবা থেকে বড়ো একটি কাঁটা বের করলো। সিংহ দাড়িয়ে কিছুক্ষণ ক্রীতদাসের দিকে তাকিয়ে থাকলো- এরপর চলে গেলো।

Khanqah-Amiria-Asgaria, Silhet, BD

জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে কোনো মতে জীবনরক্ষা করে ক্রীতদাস দিনাতিপাত করতে থাকে। কয়েকদিন পর তার মনিব আসলেন জঙ্গলে। উদ্দেশ্য ছিলো শিকার করা। তিনি বেশ ক'টি জীব-জন্তু শিকার করলেন। এরপর চোখ পড়লো বেচারা ক্রীতদাসের ওপর। সাথে সাথে অন্যান্য চাকর-বাকরদের নির্দেশ দিলেন- ওকে ধরো! ক্রীতদাস বেশি দূরে দৌড়ে যেতে পারে নি- তারা ধরে ফেললো।

মনিবের শিকার হয়ে ধরা পড়লো একটি সিংহ। পিঞ্জরে একে বন্দী

করে নিয়ে আসলেন বাড়িতে। ক্রীতদাসকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিলেন - তবে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে নয়, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বন্দী ঐ সিংহের পিঞ্জরে!

ক্রীতদাসকে যখন পিঞ্জরের ভেতর ছাড়া হলো তখন দেখা গেলো সিংহটি তাকে আক্রমণই করছে না। বরং বসে বসে ডান পায়ের থাবা ওঠানামা করছিলো। ক্রীতদাস বুঝতে পারলো, এই সিংহের থাবা থেকেই সে কাঁটা বের করেছিলো। মনিব এর কারণ বুঝতে পারলেন না। ক্রীতদাসকে জিজ্ঞেস করে সব কথা শুনলেন। এবার তারও মনে দয়া হলো। তিনি ক্রীতদাস ও সিংহসহ বনের সবগুলো জন্তু ছেড়ে দিলেন।

গল্প -৩০: সত্যসৃষ্টি

একদা মুল্লা নাসিরউদ্দিন দেশের রাজাকে বললেন, "মহাত্মন! আইন করে মানুষকে উত্তম বানানো যায় না। কিছু ব্যাপার সবাইকে ট্রেনিং দিয়ে শেখাতে হয়। এভাবেই তারা আভ্যন্তরীণ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে।"

রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রজাদেরকে সমুচিৎ শিক্ষা দেবেন যাতেকরে তারা সত্যকে বরণ করে নেয়। তাদেরকে সততার ওপর থাকতে বাধ্য করবেন।

রাজার শহরে প্রবেশের রাস্তায় একটি সেতু ছিলো। তিনি এর ওপর একটি ফাঁসির মঞ্চ বানালেন। পরের দিন ভোরে গেট খোলা হলো। প্রধান সেনাপতিকে রাজা নির্দেশ দিলেন, একদল সৈন্যসহ সেঁতু পাহারা দিতে। যে কেউ শহরে প্রবেশ করবে তাকেই পরীক্ষা করা হবে। এ ব্যাপারে একটি সাধারণ ঘোষণা জারি করা হলো: প্রত্যেককে প্রশ্ন করা হবে- যদি সে সত্য বলে, তবেই শহরে প্রবেশাধিকার পাবে। মিথ্যা বললে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলে মরতে হবে।

Khanqe-Amdia Asgaria, Silhet, BD

প্রথমেই দেখা গেলো, মুল্লা নাসিরউদ্দিন গেটের সামনে হাজির। এক গার্ড জিজ্ঞেস করলো, "মুল্লা! কোথায় যাচ্ছো?"

নাসিরউদ্দিন জবাব দিলেন, "আমি যাচ্ছি ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে।"

গার্ড বললো, "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না!"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "ভালো কথা, আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি তাহলে আমাকে ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দিন!"

গার্ড বললো, "কিন্তু আমরা যদি আপনাকে ফাঁসি দেই তাহলে, আপনার কথা সত্য হয়ে যাবে!"

মুল্লা নাসিরউদ্দিন বললেন, "ঠিক কথা: এখন তুমি জানো সত্য কী জিনিস- এটা তোমার (ব্যক্তিগত) সত্য!"

Khanqa-e-Amania-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -৩১: উত্তম বস্ত্রের মর্যাদা

একদিন মুল্লা নাসিরউদ্দিন কারোর ওয়ালিমা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। নববিবাহিত মেজবান সাধারণ পুরাতন বস্ত্র পরে আসায় নাসিরউদ্দিনের প্রতি তোয়াক্কাই করলেন না।

নাসিরউদ্দিন বুঝতে পারলেন এরূপ পুরাতন কাপড় পরনে থাকায় তিনি কারোর চোখেই পড়বেন না। তিনি খুব দ্রুত বাড়িতে ফিরে এসে আধুনিক ফ্যাশনের উন্নতমানের বস্ত্র পরে নিলেন। এরপর পুনরায় ওয়ালিমা অনুষ্ঠানে ফিরে আসলেন। নববিবাহিত মেজবান দরোজায় এসে তাকে উষ্ণ স্বাগত জানালেন। বললেন, "স্বাগতম, প্রজ্ঞাবান মুল্লা নাসিরউদ্দিন সাহেব!" তাকে নিয়ে গেলেন একটি মূল্যবান টেবিলে। হেসে হেসে বললেন, "এ চেয়ারে বসুন, এ চেয়ারে বসুন। অনুগ্রহ করে খাবার ভক্ষণ করুন।"

মুল্লা নাসিরউদ্দিন পরনের সুন্দর জামার হাতায় ধরে বললেন, "স্বাগতম, হে আমার সুন্দর জামা! আমার ভাগ্যবান জামা, অনুগ্রহ করে খাও!"

মেজবান এ কথা শুনে প্রশ্ন করলেন অবাক হয়ে, "এসব কী বলছেন- মহাত্মন নাসিরউদ্দিন?"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "দেখুন, আজকে সম্মান পাওয়ার মূলে আছে আমার এই সুন্দর জামাটি। সুতরাং তারও প্রাপ্য কিছু উত্তম খাবার খাবে। ইতোমধ্যে পুরাতন ওল্ড ফ্যাশন কাপড় পরে এসে আপনার আকর্ষণের নামগন্ধও পাই নি!" লজ্জায় মেজবানের মাথা হেট হয়ে গেলো।

গল্প -৩২: বিবেচনার ব্যাপার মাত্র

সুফি শায়খের নিকট একব্যক্তি এসে আবদার জানালো, "হুজুর! দয়াকরে আপনার গাধাটি আমাকে একদিনের জন্য ধার দিন।" সুফি সাহেব বললেন, "দুঃখিত! পারবো না। কারণ গাধাটি ঘরে নেই।"

কথা শেষ হতেই গাধার কক্ষে থাকা গাধাটি ডাকতে লাগলো। ডাকটি সুফি ও আগন্তুক উভয়ের কানে বাজলো। আগন্তুক মন্তব্য করলেন, "জনাব, আপানি বললেন গাধাটি ঘরে নেই। অথচ এই মাত্র গাধাটির ডাক শুনলাম!"

সুফি সাহেব বললেন, "আপনি তো এক আশ্চর্য ব্যক্তি! আপনি গাধাকে বিশ্বাস করলেন, অথচ একজন সাদা চুল-দাড়িওয়ালার কথা বিশ্বাসই করলেন না।"

মূলত, গাধাটিতো যে ঘরে উভয়ে বসেছিলেন সে কক্ষে ছিলো না। সুফি সাহের সেকথাই বুঝাচ্ছিলেন, "গাধাটি ঘরে নেই" বলে।

Khanqe-e-Amina Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৩৩: শখের জুব্বা

মোটা তারিকের একটি শখের জুব্বা ছিলো। একদিন তারিকের স্ত্রী এটি ধৌত করে উঠোনের গাছের মধ্যে হাতা দুটো মেলিয়ে টাঙ্গিয়ে রাখলেন যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। তারিক এক পর্যায়ে চিৎকার দিয়ে বললেন, "আমার চশমা কৈ?" চশমা খুঁজে না পেয়ে তিনি উঠোনে আসলেন। গাছের মধ্যে দেখলেন একব্যক্তি হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে।

তারিক স্ত্রীকে ডাক দিলেন, "আমার তীর-ধনুক নিয়ে আসো!" স্ত্রী তীর-ধনুক নিয়ে আসলেন। তারিক গাছের মধ্যে হাতা মেলিয়ে থাকা তার প্রিয় জামাটির দিকে এইম করে তীর ছুড়লেন! জামাটি মাটিতে পড়ে গেলো। তীর বিদ্ধ হয়ে ছিড়ে গেলো জামাটি। স্ত্রী বললেন, "হায় হায়। এ কী করলেন? এটা তো আপনার প্রিয় জুব্বা!"

তারিক কাছে যেয়ে দেখলেন ঠিকই- তার জুব্বাকে তিনি খুন করেছেন! বললেন, "যাক, আল্লাহর শুকরিয়া তীর বিদ্ধ হওয়ার সময় আমার প্রিয় জামাটি নিজের গায়ে ছিলো না। থাকলে নিশ্চয়ই মারা যেতাম!"

Khanqa-e-Amina Asfari Sylhet BD

গল্প -৩৪: হারানো চাবি

মুল্লা নাসিরউদ্দিন বাগানে যেয়ে কী একটা খুঁজছিলেন। পাশের বাড়ির পড়শি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাত্মন! কী খুঁজছেন?

মুল্লা নাসিরউদ্দিন জবাব দিলেন, "আমার ঘরের চাবি।"

দয়ার্দ্রদিল পড়শি নিজেও চাবি খুঁজতে লাগলেন। এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মনে আছে- ঠিক কোন্ জায়গায় চাবিটি হারিয়েছেন?"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "অবশ্যই মনে আছে। আমার ঘরে!"

পড়শি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তাহলে ... এখানে কেনো খুঁজছেন?"

মুল্লা বললেন, "আমার ঘরে অন্ধকার লাগে, এখানে আলো আছে তা -ই খুঁজছি!"

গল্প -৩৫: প্রভুর দিকের রাস্তা

এক ব্যক্তি বাজার থেকে একটি গাভি ক্রয় করলো। তবে গরু সম্বন্ধে তার ধারণা ছিলো সীমিত। সে জানতো না কীভাবে গরু নিয়ে বাড়ি যেতে হবে। গলে দড়ি বেঁধে লাঠি দিয়ে পেছন দিক থেকে তাড়া করে করে সে এগুচ্ছিলো। তবে ডানে বায়ে বার বার ঘুরে যাচ্ছিলো জন্তুটি। শেষ পর্যন্ত গাভির শিং ধরে টানতে লাগলো! তাতেও কাজ হলো না। গাভি তাকেই বিভিন্ন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। সৌভাগ্যবশত এক প্রজ্ঞাবান সুফি সে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। তাঁর হাতে ছিলো খুব সুন্দর লম্বা এক গাছি সবুজ ঘাস।

তিনি বললেন, "হে নওজোয়ান! এই নাও ঘাসের আঁটিটি। তুমি সামনে থেকে গাভিকে আঁটিটি দেখিয়ে দেখিয়ে হাঁটতে থাকো বাড়ির দিকে। দেখবে গাভিও তোমার দিকে হাঁটবে। সুতরাং সুফি সাহেবের পরামর্শ মুতাবিক ঘাসের আঁটির লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে গাভিটিকে বাড়িতে নিয়ে একেবারে গোয়ালঘরে নেওয়ার পর, বাইর থেকে কক্ষের দরোজা লাগিয়ে দিলেন গাভির নতুন মালিক। সুফি সাহেব মন্তব্য করলেন, "এভাবেই আল্লাহর প্রেমিকরা, আভ্যন্তরীণ ভ্রমণে গিয়ে প্রেমাস্পদের সন্ধান পেয়ে থাকেন।"

গল্প -৩৬: বড়ো তিনটি মাছ

একটি হ্রদে তিনটি বড়ো মাছ বাস করতো। প্রথমটি খুব বুদ্ধিমান,

Khanqah-e-Aminia-Nigeria, Sihor, BD

দ্বিতীয়টি কম বুদ্ধিমান এবং তৃতীয়টি বোকা।

একদিন কয়েকজন জেলে হ্রদের নিকট আসলো। তিনটি মাছই এদের দেখলো। খুব বুদ্ধিমান মাছ সিদ্ধান্ত নিলো, দূরে পালিয়ে যেতে। সুতরাং সমুদ্রে চলে যেতে কঠিন ভ্রমণ শুরু করলো। যাওয়ার পূর্বে সে ভাবলো, "আমি অপর দুটির সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো পরামর্শ করবো না। এরা নানান কথায় আমার দৃঢ়তাকে দুর্বল করবে মাত্র। কারণ তারা এই হ্রদকে খুব ভালোবাসে। তারা বলে এটা তাদের বাড়ি! তাদের বোকামি হেতু তাদেরকে এখানেই রেখে দেবো।" সুতরাং জেলেদের দেখেই সে বললো, "আমি চলে যাচ্ছি।"

দ্বিতীয় মাছ ভাবলো, "আমার পথনির্দেশক চলে গেছেন। তার সাথে আমারও যাওয়া উচত ছিলো- কিন্তু গেলাম না। এখন পালানোর সুযোগটি হারালাম। আহ! আক্ষেপ, আমি গেলাম না।" আরো কিছুক্ষণ তার মুর্শিদের অনুপস্থিতিতে সে কাঁদলো। তারপর ভাবলো, "এ জেলেগণ ও তাদের জাল থেকে আমি বাঁচবো কী করে? আমি যদি ... নিজেকে মৃত হওয়ার ভান করি তাহলে হয়তো বাঁচা যাবে! আমি চিত হয়ে পানির ওপর ভেসে বেড়াবো ঢেউয়েরে সাথে- যেভাবে আগাছা ভাসে। মরার আগেই আমি মরবো।

সুতরাং অল্প বুদ্ধিমান মাছ এ কাজটিই করলো। মরার ভান ধরলো। এক পর্যায়ে সে ভেসে ভেসে জেলেদের নাগালের নিকট চলে আসলো। একজন বললো, "ঐ দ্যাখো, সবচে বড় মাছটি মরে গেছে!" একজন তার লেজে ধরে শুকনো মাটির ওপর ছুড়ে মারলো। মাছটি ধীরে ধীরে গড়াতে গড়াতে আবার হ্রদে যেয়ে পড়লো ও দূরে পালিয়ে গেলো।

অপরদিকে বোকা মাছটি ছটফট করছিলো- ভাবছিলো, "আমার ক্ষিপ্রতা ও চালাকি দ্বারা বেঁচে যাবো।" কিন্তু জালে সে আটকা পড়লো ঠিকই। তাকে যখন কড়াইয়ে রাখা হলো তখন সে ভাবলো, "আমি যদি

Khanqa-e-Amiriya Sarif Sylhet BD

এখান থেকে পালাতে পারি তাহলে অবশ্যই হ্রদে থাকার আনন্দকে বিসর্জন করে সাগরে চলে যাবো! আমি অনন্ত মহাসাগরকে আমার বাড়ি বানাবো।"

গল্প -৩৭: বাদশাহর মন্ত্র

এক দেশে এক রাজা বাস করতেন। একদিন তিনি সবাইকে বললেন, "কে আছে আমাকে সকলপ্রকার বিপদ থেকে বাঁচার একটি মন্ত্র দেবে?" কেউ কোনো জবাব দিলো না।

বাদশাহর এই প্রশ্নটি জানাজানি হয়ে গেলো সমস্ত রাজ্যজুড়ে। একদিন এক জ্ঞানী-গুণী সুফি দরবেশের কানে রাজার প্রশ্নের কথাটি বাজলো। তিনি রাজপ্রাসাদে যেয়ে বললেন, "বাদশাহ নামদার, আমি আপনাকে সকলপ্রকার বিপদ থেকে বাঁচার একটি মন্ত্র দান করতে ইচ্ছুক।" রাজা খুশিতে মগমগ।

একটুকরো কাগজ ভাঁজ করে রাজার হাতে তুলে দিয়ে সুফি বললেন, বিপদে পড়লে সব চেষ্টা ব্যর্থ হলেই শুধু এ কাগজটি খুলবেন ও পাঠ করবেন। অন্যথায় এটি যথাস্থানে থাকবে, কেউ পড়তে পারবেন না।

রাজা তার হীরার আংটির ভেতর কাগজখানা রেখে দিলেন। অনেক বছর পার হয়ে গেলো। ছোটো-খাটো বিপদ-আপদ পতিত হলেও রাজা সফলভাবে এগুলোর মুকাবিলা করলেন। সুতরাং মন্ত্র খুলে দেখার প্রয়োজনই পড়লো না। এরপর বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করলেন বাদশাহ। তিনি উজির-নাজিরকে ডেকে বললেন আমার অন্তিম সময় এসে গেছে। প্রধান উজির বললেন, "বাদশাহ নামদার, সুফির দেওয়া মন্ত্রটি এবার খুলে দেখা যায়?" বাদশাহ বললেন, "কোনো প্রয়োজন নেই। সুফি বড়ো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তার মন্ত্র আমার আংটিতে আসার পর আমাকে বড়ো ধরনের কোনো বিপদের সম্মুখীনই হতে হয় নি।"

Khanqah-e-Aminia-Asgaria Sylhet, BD

বাদশাহ মারা যাওয়ার পর উজির সঙ্গে সঙ্গে আংটি থেকে কাগজের টুকরোটি বের করলেন। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন- কাগজটি সম্পূর্ণ খালি, একটি অক্ষরও এতে লিখা নেই!

গল্প -৩৮: বালক ও তার ঢোল

এক চঞ্চল বালককে তার জন্ম তারিখের উপহার হিসেবে কেউ একজন একটি ঢোল উপহার দিলো। বালক এতে এতো খুশি হলো যে, সে সর্বদা ঢোল বাজাতে থাকে। ফলে সমস্ত গ্রামের মানুষের জন্য এক বিপদসঙ্কুল অবস্থার সৃষ্টি হলো। প্রত্যহ ভোর থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত ঢোল বাজতে থাকে। মানুষ অসহ্য হয়ে দূর থেকে এক ব্যক্তিকে হায়ার করে আনালো। তিনি এসে বললেন, "হে বালক! বেশি ঢোল বাজালে শব্দদোষণ হেতু কানের পর্দা নষ্ট হেয়ে যাবে।" বালক কানের পর্দা কী তা বুঝতে না পেরে ঢোল বাজাতেই থাকে। সে তো আর বিজ্ঞানী বা গবেষক নয় যে, শব্দদোষণ কী জিনিস বুঝতে পারে?

আরেকজন বললেন, "ঢোল বাজানো একটি পবিত্র আমল- একমাত্র বিশেষ বিশেষ দিনে এটি বাজানো যায়।" বালক তার কথাও বুঝলো না- সে তো কোনো মুল্লা, মুনশি বা পুরোহিত নয় যে এসব কথা বুঝবে।

তৃতীয় ব্যক্তি এসে বললেন, "হে বালকের পড়শিগণ! আপনারা সর্বদা কানে প্লাগ লাগিয়ে রাখবেন।" এটাও ছিলো এক অকার্যকর পরামর্শ। কারণ সবাই কান বন্ধ করলে একে অন্যের কথা শুনবে কীভাবে?

চতুর্থজন বালককে একটি বই উপহার দিলো। কিন্তু এতেও কাজ হলো না। বালক তো পড়তেই পারে না।

পঞ্চম ব্যক্তি পড়শিদের বললেন, "আপনারা গভীর মুরাক্বাবা করে নিজেদের রাগ-গোস্বা নিয়ন্ত্রণ করুন।" কেউ সুফি-দরবেশ না হওয়ায় এ

Khanqa-E-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

পরামর্শও অকার্যকর হলো।

ষষ্ঠ আরেকজন ভণ্ড সুফি বালককে বললেন, "মুরাক্বাবা দ্বারা তুমি জীবনের রহস্য জানবে। সুতরাং ঢোল না বাজিয়ে মুরাক্বাবা করো।" বালক তার কথাটুকু শুধু হা করে শুনলো- কিন্তু কিছুই বুঝলো না!

অবশেষে এক আসল সুফি সাহেব এসে বালকের হাতে হাতুড়ি ও বাটালি তুলে দিয়ে বললেন, "দেখতো বাবা, ঢোলের ভেতরে কী সুমধুর জিনিষ লুকিয়ে আছে!"

গল্প -৩৯: দুনিয়া মুসাফিরখানা

কোনো এক সুফির দরবারে পাশ্চাত্যের একদল লোক এসে উপস্থিত হলো। তারা দেখলো এতো নামী-দামী সুফি একা একা বসে আছেন, কোনো আসবাবপত্র তাদের চোখে পড়লো না। একজন জিজ্ঞেস করলো, "মহাত্মন! আপনার কক্ষে কোনো আসবাবপত্র নেই- এর কারণ কি?"

সুফি সাহেব জবাব দিলেন, "আপনারা কেনো আসবাবপত্র সাথে নিয়ে আসলেন না?

লোকটি জবাব দিলেন, "কীভাবে আনবো- আমরা তো মুসাফির!"

সুফি বললেন, "এ দুনিয়ায় আমিও তো একজন মুসাফির মাত্র। ক'দিন পর এ কক্ষটি শূন্য হবে- তখন অপর কোনো মুসাফির তা দখল করবে।"

গল্প -৪০: যোগি ও কুকুর

এক ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলো। তারা

Khanqa-e Aminia Asgaria, Sylhet, BD

উভয়ে যখন প্রাসাদতুল্য বিল্ডিংয়ের বাগানে হাঁটছিলেন তখন এক বড়ো কুকুর এসে হিন্দু এক যোগির পরনের কাপড় ছিড়ে ফেললো। যোগিও বাগানের একটি বৃক্ষের নিচে বসে তপস্যা করছিলেন। কুকুর সজোরে ঘেউঘেউ করতে করতে যোগিকে দুটি দেয়ালের কোণে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কথিত আছে এই যোগির এমন পাওয়ার যে, শুধুমাত্র তাকিয়ে হিংস্র বাঘকে পর্যন্ত বশে আনতে পারেন। কিন্তু কুকুর নামক জন্তুকে বশ করার ব্যাপারে তিনি অপটু- তা বুঝাই যাচ্ছিলো।

তিনি চিৎকার দিয়ে শাসনকর্তার সাথে সাক্ষাতকারী ব্যক্তিকে বললেন, "একটা কিছু করুন, জনাব!"

সাক্ষাতকারী ব্যক্তি জবাব দিলেন, "ঘেউঘেউ করনেওয়ালা কুকুর কামড় দেয় না।"

যোগি আবার চিৎকার দিয়ে বললেন, "আমি এটা জানি, আপনিও জানেন। প্রশ্ন হচ্ছে কুকুরটি কি জানে?"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria Silhet BD

গল্প -৪১: দুজন বোকা

দুজন মেধাবী থেকে কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি একটি নৌকো ধার করে মাছ ধরতে গেলো। তারা বেশ কিছু মাছ ধরলো। ফেরত আসার সময় একজন আরেকজনকে বললো, "আহ! আমরা কীভাবে এ উত্তম মাছ ধরার জায়গায় পুনরায় যাবো?" দ্বিতীয়জন বললো, "আরে! চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমিও তোমার মতো ভেবেছি। নৌকার গলুইয়ের নিচে চক দিয়ে একটি দাগ দিয়েছি!"

প্রথমজন বললো, "হে বোকা! পরবর্তীতে এই একই নৌকা পাওয়ার নিশ্চয়তা কী আছে?"

গল্প -৪২: মনু-ঋষি-ডাকাত

একদা মুম্বাইয়ের 'বিন্দি বাজারে'র এক জায়গায় একটি বাস এসে থামলো। দেখা গেলো, একদল পাশ্চাত্যের লোক বাস থেকে নেমে বুড়ো একব্যক্তিকে ঘিরে ফেললো। তারা ছিলো 'সত্যের সন্ধানী'। বুঝাই যাচ্ছে তারা বুড়ো ব্যক্তিকে দরবেশ কিংবা গুরু মনে করেছে। লোকটি রাস্তার পাশে চারজানু অবস্থায় চোখ বন্ধ করে বসা ছিলো। তারা লোকটির অনেক ছবি তুললো ও কথাবার্তায় মগ্ন হলো। একজন বুড়োর সাথে কথা বলতে চেষ্টা করলো- কিন্তু বুড়ো হা করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আরেকজন বাসের গাইডকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করলো, "কী মিষ্টি এ বুড়ো লোকটি! তিনি অবশ্যই সত্যিকার কোনো জীবিত মুনি-ঋষি-সুফি হবেন! তিনি এরূপ কিছু?"

ইন্ডিয়ান গাইড পশ্চিমা ভ্রমণকারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করতে চাচ্ছিলো না। অবশ্য সত্য কথাটি বলে দিতেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে বললো, "ইয়েস ম্যাডাম, লোকটি গুরু-ঋষি হতে পারেন। তবে এই এলাকায় তিনি **মনু ডাকাত** নামে সুপরিচিত!"

Khanqa-e-Amjadia, Sylhet, BD

গল্প -৪৩: নশ্বর হাড়ি

একদিন মুল্লা নাসিরউদ্দিন তার কয়েকটি রান্নার হাড়ি এক পড়শিকে ধার দিলেন। পড়শি শিরনি পাকিয়ে সবাইকে খাওয়াবেন। পড়শি তার কাজ শেষে হাড়িগুলো ফেরৎ দিতে নাসিরউদ্দিনের কাছে ফিরে আসলেন। তবে সাথে একটি অতিরিক্ত হাড়ি ছিলো। ছোট্ট এ হাড়ি দেখে নাসিরউদ্দিন বললেন, "এটা কী?"

কৌতুকপ্রিয় লোকটি জবাব দিলো, "আইন মুতাবিক, আমি আপনাকে আপনার সম্পদের মূলধনসহ বাচ্চাও দিলাম। এটার জন্ম হয় যখন হাড়িগুলো আমার নিকট ছিলো।" নাসিরউদ্দিন বললেন, "ওহ!

তাই বুঝি!”

ক’দিন পর নাসিরউদ্দিন তার পড়শির কিছু হাড়ি ধার করে নিয়ে আসলেন। কিন্তু তিনি একটিও ফেরৎ দিলেন না। পড়শি তার কাছে এসে হাড়িগুলো ফেরৎ পেতে আবদার জানালেন। নাসিরউদ্দিন বললেন, “দুঃখিত, ওগুলো ইন্তিকাল করেছে! আমরা তো ইতোমধ্যে নিশ্চিত করেছি, হাড়িরাও নশ্বর- নয় কি?”

গল্প -৪৪: উজান-ভাটি

একদল লোক ছুটে এলো মুল্লা নাসিরউদ্দিনের কাছে। সবাই বললো, “আপনার শাশুড়ি নদীতে পড়ে গেছেন! তিনি দ্রুত সাগরে চলে যাবেন। নদীর স্রোত খুব প্রবল।” নাসিরউদ্দিন ছুটে গেলেন নদীর পারে। দ্রুত নদীতে পড়ে তিনি ডুব দিলেন। তিনি শ্রেতের উল্টো উজান দিকে অগ্রসর হলেন।

তীরের লোকজন চিৎকার দিলো, “না! ভাটির দিকে! এখান থেকে শ্রোত কাউকে শুধুমাত্র ভাটির দিকে নিয়ে যাবে- উজান নয়!” হাঁপাতে হাঁপাতে মুল্লা বললেন, “সবাই শুনো! আমি আমার স্ত্রীর মাকে চিনি। সবাই যদি ভাটির দিকে চলে যায়ও- তিনি কিন্তু যাবেন উল্টো দিকে- উজানে।”

Khanqa-e-Aminia-Asania Sylhet BD

গল্প -৪৫: সময়ে ক্ষণকাল

একদিন এক বুদ্ধিজীবী নাসিরউদ্দিনকে প্রশ্ন করলেন, “ভাগ্য কোন্ জিনিস?”

নাসিরউদ্দিন জবাব দিলেন, “একগুচ্ছ একত্রে পাকানো ঘটনা, প্রত্যেকটি অপরটিকে প্রভাবিত করে।”

বুদ্ধিজীবী বললেন, "এটা তো সঠিক কোনো জবাব নয়। আমি বিশ্বাস করি কার্যকারণ নীতিতে।"

মুল্লা বললেন, "ভালো কথা। ঐ দেখুন।" তিনি রাস্তায় চলন্ত একটি শোভাযাত্রার দিকে অঙ্গুলি ইশারা করলেন। আরও বললেন, "এক লোককে কিছুক্ষণের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হবে। তার এ শাস্তির কারণ হলো, কেউ একজন তাকে কিছু রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিল যার দ্বারা সে একটি ধারালো ছুরি ক্রয় করেছিলো। সে ঐ ছুরি দিয়ে একজনকে খুন করেছে; কিংবা কেউ দেখেছে সে খুন করেছে; বা কেউ তাকে খুন করতে আটকায় নি। কোন্ কার্যটি আপনি বিবেচনা করবেন? সবকিছুতে কার্যকারণ নীতি খাটে না- কিছুটা সময়ের ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য সর্বদাই যে কোনো ঘটনার পেছনে থাকে।"

বুদ্ধিজীবী বললেন, "আপনি মুল্লা না হয়ে একজন ভালো গবেষক হলে ভালো হতো।"

"না, না! তাহলে তো আপনার মতো কার্যকারণ নীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম!"

Khanqa-e-Amin-Asgaria Silhet, BD

গল্প -৪৬: খিজির (আ.) ও পৃথিবীর পানি

একদা মূসা আলাইহিসসালামের শিক্ষক খিজির আলাইহিসসালাম সমগ্র মানবজাতিকে একটি সতর্কবাণী শুনালেন, "কোনো একদিন সঞ্চয়ী না হলে পৃথিবীর সকল পানি গায়েব হয়ে যাবে। সুপেয় পানির বদলে অপর একধরনের পানি আসবে যা পান করে মানুষ পাগল হবে।"

একমাত্র একব্যক্তি ছাড়া তাঁর এ সতর্কবাণীর মর্ম কেউ বুঝলো না। তিনি বেশ কিছু পানি এক জায়গায় জমা করে রাখলেন। এরপর পানির রদবদলের অপেক্ষায় রইলেন।

ঠিকই নির্দিষ্ট দিনে নদ-নদী খাল-বিলের পানি শুকিয়ে গেলো। সকল কূপের পানিও নিরুদ্দেশ হলো। যে ব্যক্তি খিজির আলাইহিসসালামের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তার সংগৃহীত পানি পাত্রে তুলে পান করলেন।

এরপর সত্যিই যখন ভিন্ন ধরনের পানিতে খাল-বিল-নদী-নালা-কূপ ভরে গেলো এবং মানুষ পানি পান করলো তখন সবাই ভিন্ন হয়ে গেলো। অর্থাৎ তিনি দেখলেন সবাই পাগলের মতো কথাবার্তা ও কাজকর্ম করছে। এদের কেউই আগের মতো ছিলো না। কী হয়েছে, এ ব্যাপারে তাদের কোনো স্মৃতিই নেই! না তারা শুনেছিলো খিজির আলাইহিসসালামের সতর্কবাণী। কোনো কিছুই তাদের মনে পড়ছিলো না। তিনি যখন সবাইকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা চালালেন- তারা ভাবলো, লোকটি বুঝি পাগল হয়ে গেছে! তারা সবাই তার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো। কেউ একটুকু সমবেদনাও অনুভব করলো না।

বেশ কিছুদিন তিনি নতুন পানি পান করলেন না। জমাকরা পানি পান করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নতুন পানি পান করলেন। কারণ, লোকজন যেভাবে তার সাথে ব্যবহার করছিলো, তাতে তিনি পাগল হয়ে যাবেন ভাবলেন! নতুন পানি খেয়ে কিন্তু তিনিও সবার মতো হয়ে গেলেন। এবার তিনি নিজের সংগৃহীত পানির কথাও ভুলে ফেললেন। লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, ঐ লোকটি পাগল থেকে ভালো মানুষ হয়ে গেছে অলৌকিকভাবে। তিনি নিশ্চয় আল্লাহর ওলি হবেন!

Khanqah-e-Amjadia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -৪৭: কাগুজে টাকা জ্বালানো

একদিন কিছু লোক কবরস্থানে যেয়ে পূর্বপুরুষদের চিহ্নিত কবরে কাগুজে টাকার নোট জ্বালাতে থাকে। এক প্রাচ্যবিদ বুদ্ধিজীবী এদেরকে প্রশ্ন করলেন, “ওহে! আপনারা কী করছেন? কাগুজে টাকার নোটের ছাই ও ধোঁয়া দ্বারা আপনাদের পূর্বপুরুষগণ কীভাবে উপকৃত হবে?”

এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, "বুদ্ধিজীবী সাহেব! আপনারা কেনো কবরস্থানে ফুলের তোড়া দেন? এতে মৃতের কী লাভ হয় - বলুন?" বুদ্ধিজীবী বাক হারিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পর এক মুসলিম এসে কবরের পাশে যেয়ে হাত তুলে দুআ করলেন। বুদ্ধিজীবী তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করলে, মুসলিম জবাব দিলেন, মৃতরা টাকার ছাই কিংবা ফুলের তোড়া দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হয় না- বরং প্রভুর দরবারে তাদের জন্য দুআ করলে উপকার হতে পারে।

গল্প -৪৮: নাসিরউদ্দিন ও বর্ডার ইন্সপেক্টর

মুল্লা নাসিরউদ্দিন এক গাধার পিঠে ঘাসের আঁটি নিয়ে বর্ডার ইন্সপেক্টরের সম্মুখীন হলেন। ইন্সপেক্টর বললেন, "দাঁড়াও! তুমি কী নিয়ে যাচ্ছো?" নাসিরউদ্দিন বললেন, "যা দেখছেন তা-ই নিয়ে যাচ্ছি।" ইন্সপেক্টর ঘাসের আঁটি খুলে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলেন, কিছুই পেলেন না। বললেন "তুমি যেতে পারো"। এক সপ্তাহ পর নাসিরউদ্দিন আবার এক গাধার পিঠে ঘাসের আঁটি নিয়ে একই জায়গায় হাজির।

ইন্সপেক্টর ভাবলেন, এবার দেখা যাবে। নিশ্চয় লোকটি কোনো স্মাগলার হবে! তিনি ঘাসের আঁটি, নাসিরউদ্দিনের দেহ, এমনকি গাধার মুখ ও পাছা সর্বত্র তল্লাশি করলেন। না, কিছুই নেই। বললেন, "যাও!"

মুল্লা নাসিরউদ্দিন এভাবে এক বছর যাবৎ ঘাসের আঁটি গাধার পিঠে বেঁধে বর্ডার অতিক্রম করলেন। প্রত্যেকবার ইন্সপেক্টর সাহেব তল্লাশি করে কিছুই পেলেন না। তবে তিনি লক্ষ করলেন, নাসিরউদ্দিন দিন দিন ধনী হচ্ছেন! অন্তত তার গায়ের পোশাক-আশাকে তা-ই মনে হলো। দিন দিন উন্নতমানের চমৎকার পোশাক পরে বর্ডার অতিক্রম করছিলেন মুল্লা সাহেব।

কয়েক বছর পার হলো। মুল্লা নাসিরউদ্দিন বর্ডার অতিক্রম করলেন নিয়মিত। এরপর একদিন ইন্সপেক্টর অবসর গ্রহণ করলেন। বর্ডারের নিকটস্থ পশুর হাটে তার সাক্ষাৎ ঘটলো নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে। বললেন,

Khanqah-e-Aminia Asrafia, Sylhet, BD

"ওহ মিয়া! তুমি আজ আমাকে বলতে হবে কোন্ জিনিস স্মাগলিং করেছিলে, যা-তে এতো ধন-সম্পদের মালিক হলে?"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "সত্যিই জানতে চান"।

ইন্সপেক্টর বললেন, "প্লিজ- বলুন?"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "গাধা!"

গল্প -৪৯: মুল্লা নাসিরউদ্দিন ও মেয়রের কবিতা

মেয়র সাহেব একটি কবিতা লিখলেন। মুল্লা নাসিরউদ্দিনের সামনে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে প্রশ্ন করলেন, "কবিতাটি কেমন হয়েছে বলুন?"

মুল্লা নাসিরউদ্দিন জবাব দিলেন, "না, ভালো হয়নি!"

একথা শুনে মেয়রের রাগ পেলো। নাসিরউদ্দিনকে তিনদিনের জন্য হাজতে বন্দী করলেন। তিনদিন পর ছাড়া পেলে আবারও মেয়র সাহেব একটি কবিতা লিখে নাসিরউদ্দিনকে শুনালেন। বললেন, "এবারকার কবিতাটি কেমন লাগলো বলুন?" নাসিরউদ্দিন কিছু না বলে ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলেন।

মেয়র সাহেব বললেন, "দাঁড়াও! কোথায় যাচ্ছো?"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "হাজতে!"

গল্প -৫০: আমার দাড়ির রং কী?

শহরের কাজি সাহেব একদিন নাপিতের দোকানে যেয়ে দাড়ি ছাটালেন। নাপিত মন্তব্য করলো, "হুজুর! আপনার দাড়ি পেকে সাদা হয়ে যাচ্ছে।"

Khadim-e-Ahlimi-Asharia, Shibchar, BD

নাপিতের এ মন্তব্যে কাজি সাহেব তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "কী বললে? আমার দাড়ি সাদা হয়ে যাচ্ছে! এই গার্ড! একে ধরে জেলে নিক্ষেপ করো। তার এক বছরের জেল হয়েছে!"

কাজি সাহেব আদালতের এক দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলো দেখি, আমার দাড়ির রং কী সাদা?"

সে জবাব দিলো, "প্রায় কোনোটিই সাদা নয়!"

কাজি সাহেবের রাগ পেলো। "কী বললে, প্রায় সাদা নয়? গার্ড, একে ধরে জেলে নিয়ে যাও। সেখানে সে দুবছর সাজা পাবে।"

এরপর কাজি সাহেব আদালতের আরেক দারোয়ানকে প্রশ্ন করলেন, "হে মিয়া! তুমি বলো, আমার দাড়ির রং কী?"

সে বললো, "হুজুর! এরূপ এতো সুন্দর নিখুঁত কালো রংয়ের দাড়ি আমি ইতোপূর্বে কারো মুখে দেখিনি!"

কাজি সাহেব রাগ করে বললেন, "মিথ্যাবাদী কোথাকার! হেই গার্ড! একে তিন দুররা মারো ও তিন বছরের জন্য জেলে প্রেরণ করো।"

সবশেষে তিনি মুল্লা নাসিরউদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। ভাবলেন এবার 'বুদ্ধিমান' মুল্লা কী বলে দেখা যাক।

মুল্লা আদালতে হাজির হওয়ার পর প্রশ্ন করলেন, "প্রজ্ঞাবান মুল্লা নাসিরউদ্দিন, বলুন তো আমার দাড়ির রং কী?"

নাসিরউদ্দিন জবাব দিলেন, "বলতে অপারগ স্যার! আমি রং-কানা (কালার-ব্লাইন্ড)"।

Khanqa-e-Amjadia-Asgaria Sylhet BD

গল্প -৫১: সবাই সঠিক বলেছে

কাজি বশির মিয়া এজলাসে বসে বাদীর সাক্ষ্য শুনলেন। এরপর বললেন, "তুমি ঠিক বলেছো!"

বিবাদী তার বক্তব্য তুলে ধরলেন। এবারও কাজি বশির মিয়া বললেন, "তুমি ঠিক বলেছো!"

বশির মিয়ার স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন আদালতে। তিনি দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন, "মাননীয় কাজি সাহেব! বাদী ও বিবাদী উভয়ের দাবী কীভাবে সঠিক হতে পারে?"

বশির মিয়া মুচকি হেসে বললেন, "জানো কী, তুমিও সঠিক বলেছো!"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Silhet BD

গল্প- ৫৩: বখশিশ

আমিরুদ্দিন পাবলিক গোসলখানায় গেলেন। তার পরনে ছিলো কম দামের সাধারণ ছেড়া বস্ত্রাদি। গোসলখানার কর্মচারী গরীব ভেবে তাকে একটি টাওয়াল দিয়ে চলে গেলো।

আমিরুদ্দিন গোসল সেরে বাইরে যাওয়ার সময় ঐ কর্মচারীর হাতে টাওয়াল ফেরৎ দেওয়ার প্রাক্কালে ১০০ দিরহাম বখশিশ দিলেন।

পরের সপ্তাহ আমিরুদ্দিন আবার পাবলিক গোসলখানায় আসলেন। এবার তাকে দেখে কর্মচারী ভিইপি হিসেবে যত্ন করলো। মনে মনে ভাবলো, এবারকার বখশিশ হবে বাম্পার! কিন্তু বাস্তবে এর উল্টোটা হলো। আমিরুদ্দিন তাকে ১টি মাত্র দিরহাম দান করলেন।

কর্মকর্তা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আমিরুদ্দিন বললেন, "আজকের বখশিশ সেদিনের সার্ভিসের জন্য। আর সেদিনের বখশিশ আজকের সার্ভিসের জন্য দেওয়া হয়েছিল। বুঝলে?"

গল্প -৫২: কাজির জানাযা

নাসিরউদ্দিনের স্ত্রী বললেন, "তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিন। আমরা যাবো শহরের কাজি সাহেবের জানাযায়।"

মুল্লা নাসিরউদ্দিন বললেন, "এতো তাড়াহুড়ো কিসের? এটা তো নিশ্চিত, কাজি সাহেব আমার জানাযায়ই যাবেন না- তাহলে তারটায় যেতে এতো হৈচৈ কেনো?"

গল্প -৫৩: খতিব নাসিরউদ্দিন

মুল্লা নাসিরউদ্দিনকে শহরের সবাই জানতো-চিনতো। এক শুক্রবার মুসল্লিরা সিদ্ধান্ত করলো, মুল্লা নাসিরউদ্দিন খুতবা প্রদান করবেন। নাসিরউদ্দিন মিম্বরে আরোহণ করে প্রশ্ন করলেন, "প্রিয় মুসল্লিয়ানে কিরাম! আপনারা কী জানেন আমি কি বলতে যাচ্ছি?" সবাই সমস্বরে জবাব দিলো, "জানি না"। নাসিরউদ্দিন বললেন, "আমি এরূপ কোনো শ্রোতাদের সম্মুখে খুতবা দিতে রাজী নই- যারা জানেই না আমি কী বলতে যাচ্ছি!" একথা বলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে গেলেন।

পরের সপ্তাহে লোকজন এক ফন্দি আঁঠলো। তারা চায় মুল্লা নাসিরউদ্দিন খুতবা দেবেন। মিম্বরে দাঁড়িয়ে নাসিরউদ্দিন পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কী জানেন আমি বি বলবো?" সবাই সমস্বরে বললো, "হ্যাঁ, আমরা জানি!" মুল্লা বললেন, "আপনারা যখন জানেন, তাহলে আমার কিছুই বলার নেই।" তিনি মিম্বর থেকে নেমে গেলেন।

তৃতীয় সপ্তাহে লোকজন ভালো করে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আসলো। মুল্লা মিম্বরে দাঁড়িয়ে আগের মতো প্রশ্ন করলেন। ঠিক অর্ধেক লোক বললো, "আমরা জানি আপনি কী বলবেন"। বাকি অর্ধেক বললো, "আমরা জানি না আপনি কী বলবেন।" সবাই ভাবলো, এবার মুল্লা জালে আটকে গেছেন! কিন্তু মুল্লা বললেন, "যারা জানো তারা,

Khanka-e-Aminia Sagaia, Sylhet, BD

যারা জানে না তাদেরকে জানিয়ে দেবে!" একথা বলেই তিনি মিম্বর থেকে নেমে গেলেন।

গল্প -৫৪: চিঠি

একদিন অক্ষরজ্ঞানহীন এক ব্যক্তি মুল্লা নাসিরউদ্দিনের সম্মুখে এক চিঠি নিয়ে এলো। বললো, "অনুগ্রহ করে চিঠিটি পাঠ করুন।" চিঠি হাতে নিয়ে মুল্লা দেখলেন এটি যে ভাষায় লিখা তা তিনি জানেন না। একটি অক্ষরও বুঝতে পারলেন না। বললেন, "ভাই, মাফ করুন। এ চিঠি আমি পাঠ করতে অপারগ।"

লোকটি অবাক হয়ে বললো, "আপনি (শিক্ষিত হওয়ার চিহ্ন) পাগড়ি পরছেন আর বলছেন পড়তে জানেন না!"

নাসিরউদ্দিন নিজের পাগড়ি খুলে লোকটির মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "এই তো। আপনি এখন পাগড়ি পরছেন। চিঠিটি নিজেই পাঠ করুন!"

Khanqa-e-Aminia Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -৫৫: মুসাফির ও কুকুর

এক মুসাফির অজানা-অচেনা এক শহরে আসলেন। তখন ছিলো শীতকাল। বরফ পড়ে সবকিছু সাদা হয়ে গেছে। মুসাফির ভাবলেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো এক হোটেলে যেয়ে আশ্রয় নিতে হবে। অদূরে একটি হোটেল দেখতে পেলেন। কিন্তু কাছে যেতেই ইয়ামোটা একটি কুকুর এসে ঘেউঘেউ শুরু করলো।

আগন্তুক ছোট্ট একটি পাথর হাতে তুলে নিতে মাথা নিচু করলেন। তিনি পাথরটি তুলতে পারলেন না- বরফের মধ্যে পাথরটি শক্তভাবে লেগে গিয়েছে। নিজে নিজেই মুসাফির মন্তব্য করলেন, "কী এক অদ্ভুত

শহর! ছোট্ট পাথরকে আটকানো হয়েছে অথচ ইয়ামোটা কুকুরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে!"

গল্প -৫৬: প্রস্তুতপ্রণালী

এক বুদ্ধিজীবী মার্কেট থেকে এক টুকরো বড় মাংস ক্রয় করে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিলেন। তাঁর এক বুদ্ধিজীবী বন্ধুর সাথে রাস্তায় সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, "আহ! কী সুন্দর মাংসের টুকরো কিনে এনেছো! এই নাও, মজাদার মাংসের তরকারী রন্ধনের প্রস্তুতপ্রণালী।" তিনি বুদ্ধিজীবী বন্ধুর হাতে এক টুকরো কাগজ দিলেন যেখানে প্রস্তুতপ্রণালী লিখা ছিলো।

খুশিমনে বুদ্ধিজীবী বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকেন। হঠাৎ কোত্থেকে এক ঈগল পাখি এসে হাতের মাংসখণ্ড কেড়ে নিয়ে গেলো। উপরে উড়ন্ত ঈগলকে লক্ষ্য করে বুদ্ধিজীবী চিৎকার দিলেন, "রে দুরাচার পাখি! তুই আমার মাংসখণ্ড নিয়ে গেছিস ঠিকই- কিন্তু মজা করে খেতে পারবি না, কারণ আমার নিকট রয়ে গেছে প্রস্তুতপ্রণালী!"

Khanqa-e-Aminia Asgaria Silhet, BD

গল্প -৫৭: দরবেশের দিকে তাকাও

সর্বস্বহারা এক দরবেশ দিনরাত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। ভিক্ষা করে কিছু টাকা সংগ্রহ করে বাজারের 'গরীবদের' হোটেলে যেয়ে শুকনো রুটি ও তরকারির ঝোল খেয়ে জীবনরক্ষা করতেন।

একদিন তিনি ঐ হোটেলে রুটি খাচ্ছিলেন। চোখে পড়লো বেশ দূরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার পরনে দামী বস্ত্রাদি। সুদর্শন ঐ লোকটির মাথায় ছিলো মসৃণ সুতার তৈরি পাগড়ি, রূপাখচিত সদরিয়া, সিল্কের সার্ট, স্যাটিন ফ্যাশনের পাজামা ও

উন্নতমানের জুতা-মোজা। হোটেলের মালিককে দরবেশ প্রশ্ন করলেন, "ঐ যে অদূরে এক হ্যান্ডসাম নওজোয়ান দাঁড়িয়ে আছে দেখছি, সে কে হয়?"

হোটেল মালিক জবাব দিলেন, "সে হচ্ছে শহরের আমীরের ভৃত্য।"

দরবেশ একথা শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে প্রভু! আমীরের দাসের দিকে তাকাও, এরপর আমার মতো নিঃস্ব তোমার নিজস্ব দাসের দিকে তাকাও।"

গল্প -৫৮: একটি প্রশ্ন

একব্যক্তি মুল্লা নাসিরউদ্দিনের নিকট একটি প্রশ্ন নিয়ে আসলো, "জনাব! বলুন তো আমরা মানুষ একই স্থান থেকে এসেছি এবং ঐ একই স্থানেই আবার ফিরে যাবো। কোন ধরনের স্থানে যাবো?"

নিসিরুদ্দিন বললেন, "অহ, সে কথা। ভাই সে স্থানটি ভয়ঙ্কর!"

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, "ভয়ঙ্কর! কেনো?"

নাসিরউদ্দিন বুঝিয়ে বললেন, "দেখুন, আমরা আসার সময় জন্ম নিয়েই কেঁদেছি। আবার যাওয়ার পরও সবাই হাউমাউ করে কাঁদে। জায়গাটি বিপদসঙ্কুল না হলে কী সবাই কাঁদতো?"

গল্প -৫৯: মাত্র ২ ফুটের জন্য

আগের যুগে বড় বড় পাহাড়ে যেয়ে লোকজন সোনা-রূপা-হীরার সন্ধান করতো। যারা এ সন্ধানে জড়িত ছিলো তাদেরকে বলা হতো 'খনিসন্ধানী'। এরূপ এক খনিসন্ধানীর নাম ছিলো, মোগল মিয়া। বুখারার নিকটস্থ একটি পাহাড়ে দীর্ঘদিন মোগল মিয়া সোনার খনির

Khanqa-e-Amiria-Asgaria, Sylhet, BD

সন্ধানে ছিলো। প্রায় পনেরো ফুট পাথর কেটেও যখন কিছুই মিললো না, তখন সে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলো।

বাজারের চায়ের দোকানে খনিসন্ধানী মোগল মিয়া তার কেচ্ছা বললো। সে জানালো, দীর্ঘ ছয় মাস খনির সন্ধানে দিনরাত পাথর কাটতে কাটতে কোনো কাজ হলো না। চায়ের দোকানে বসা ছিলো আরেকজন খনিসন্ধানী। সে একটু এগিয়ে এসে মোগল মিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, "বলুন তো, যে জায়গায় পাহাড় কেটেছেন সেখানে খনি থাকার সম্ভাবনা জানলেন কি করে?"

মোগল মিয়া জবাব দিলো, "সোনার খনি থাকার সম্ভাবনা ঐসব স্থানেই থাকে যেখানকার মাটির রং হয় গাঢ় কালো।" প্রশ্নকারী আর কিছু না বলে পরদিন ভোরে মোগল মিয়ার কাটা পাহাড়ের দিকে যাত্রা করলো প্রয়োজনীয় হাতিয়ার নিয়ে। সে দৈনিক ৬ ইঞ্চি করে পাথর কাটতে থাকে। এভাবে মাত্র ৪ দিন কাটার পরই বেরিয়ে আসলো হলুদ রংয়ের মাটি যাতে ছিলো স্বর্ণের গুড়ো। সে খনি পেয়ে গেছে!

খনির সন্ধান মিলেছে এ খবর মোগল মিয়ার কাছেও পৌঁছালো। সে মাথায় হাত দিয়ে আহাজারি করে, "হায়রে! মাত্র দুটি ফুট বেশি খোদাই করলেই খনিটি পওয়া যেতো! আমি এ কী করলাম?"

Khanqa-e Aminia Asgaria Sylhet BD

গল্প -৬০: অভিজ্ঞতার শিকার

একদা মুল্লা নাসিরউদ্দিন ইয়ামোটা এক হাতির পায়ে চিকন একগাছি দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। একব্যক্তি দৃশ্যটি দেখে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলো। সে চিন্তা করে কুল-কিনারা পেলো না যে, এতো শক্তিশালী হাতি কেনো চিকন ও দুর্বল এ দড়ি ছিড়ে পালাচ্ছে না?

দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞেস করে গ্রহণযোগ্য কোনো জবাব না পেয়ে হাতির মালিক নাসিরউদ্দিনের নিকট প্রশ্ন নিয়ে আসলো।

নাসিরউদ্দিন বললেন, "ব্যাপারটি সহজ। প্রত্যেক হাতি একসময় ছোট্ট শিশু ছিলো মাত্র। ঐ সময় থেকে একই দড়ি হাতির পায়ে বাঁধা হয়ে আসছে। আর যেহেতু ছোট থাকতে হাতিটি দড়ি ছিড়তে পারে নি- তাই বড় হয়েও মনে করে ছিড়তে পারবে না- তাই চিকন দড়িই যথেষ্ট। ছিড়তে অবশ্যই পারতো যদি মনে করতো- পারবে। বাস্তবে হাতিটি অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছে!"

গল্প -৬১: এক বুদ্ধিমানের কৌতুক

এক দেশে এক বুদ্ধিমান বাস করতেন। তাঁর একটি অপূর্ব গুণ ছিলো। যে কোনো মানুষকে কৌতুকের মাধ্যমে হাসাতে পারতেন। একদিন একদল মানুষ একই সমস্যা নিয়ে বার বার বাকবিতণ্ডা করছিলো। একজন বললো, "আর কতো চেচামেচি করবো। চলো সাবই, বুদ্ধিমানের কাছে যাই।"

বুদ্ধিমান তাদেরকে এক কৌতুক কাহিনী শুনালেন। সবাই হাসতে থাকলো। এরপর একই কৌতুক পুনরায় বললেন। এবার কেউ কেউ হাসলেও, অন্যরা হাসলো না। এরপর আবার তিনি একই কৌতুক কাহিনী বর্ণনা করলেন। এবার একজনও আর হাসলো না।

বুদ্ধিমান বললেন, "তোমরা একই কৌতুক তৃতীয়বার শুনে হাসলে না- তাহলে বলো, একই সমস্যা নিয়ে চেচামেচি- কেনো বার বার করছো?"

গল্প -৬২: কড়া নাড়তে থাকো (এটা একটি বাস্তব কাহিনী)

আমেরিকার কেনটাকিতে বাস করতেন এক ৬৫ বছয় বয়স্ক বৃদ্ধ। তিনি ৯৯ ডলার সামাজিক নিরাপত্তার টাকা দ্বারা দিনাতিপাত

Khairul-Anmin-Asgaria, Sylhet, BD

করছিলেন। তার একটি পুরাতন গাড়িও ছিলো। নিজেই চালক ছিলেন।

অবসর জীবনে থাকলেও একদা তার ইচ্ছে হলো একটা কিছু করার দরকার। যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। সুতরাং তিনি মজাদার একটি মুরগি ভাজার রেসিপি (রন্ধনপ্রণালী) আবিষ্কার করলেন।

প্রথমে নিজের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে নতুন রেসিপির তৈরি ফ্রাইড চিকেন খাওয়ালেন। তারা বললো, খুব মজাদার চিকেন। তিনি আরো উৎসাহিত হলেন। ভাবলেন, যে কোনো উপায়ে দেশের সর্বত্র এ ফর্মুলার বিকাশ ঘটাতে হবে।

তিনি নিজের গাড়িতে চড়ে বাড়ি ত্যাগ করলেন। কেনটাকি রাষ্ট্রের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে থাকেন ও রেস্টুরেন্টগুলোতে নতুন রেসিপি বিক্রি করার চেষ্টা চালান। কিন্তু কেউই তার অফার গ্রহণ করলো না। এমনকি খুব অল্পমূল্যেও কেউ এই মজাদার রেসিপি নিতে চাইলো না। সর্বমোট ১০০৯টি রেস্টুরেন্ট তার অফার প্রত্যাখ্যান করলো। তিনি হাল ছাড়লেন না।

Khanka-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

অবশেষে ১০১০ নাম্বার রেস্টুরেন্ট তার অফার গ্রহণ করলো। আমরা যার কথা বলছি তিনি হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত কেনটাকি ফ্রাইড চিকেনের আবিষ্কারক কর্ণেল হার্টল্যান্ড স্যান্ডার্স।

গল্প -৬৩: পথের পাথর

এক দেশের রাজা মানুষের প্রতিক্রিয়া জানতে রাস্তার ওপর এক বড়ো পাথর রেখে দিলেন। লোকজন পাথরের বাঁধা থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে একটু বাঁকা পথে হাঁটতে থাকে। রাজা তার প্রসাদ থেকে লুকিয়ে সব দেখছিলেন। কিছু ধনী ব্যবসায়ী পাথর রাস্তার মাঝখানে দেখেও কিছু করলো না- তারাও পাথরকে এড়িয়ে গেলো।

সবশেষে এক গরীব ব্যক্তি ঠেলাগাড়ি ধাক্কা দিতে দিতে পাথরের

সামনে এসে দাঁড়ালো। সে দেখলো পাথরের উভয় দিকে যথেষ্ট জায়গা আছে। চাইলে সেদিকে ঠেলা গাড়ি ঘুরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু মন বললো এই পাথরটি সরিয়ে দিতে। এতে পথচারীদের সুবিধা হবে। পাথরটি রাস্তার মাঝখান থেকে অনেক চেষ্টার বদলে সে পথ থেকে সরিয়ে দিলো। রাজার এক কর্মচারী সেখানে ছিলো। তার হাতে একটি থলে। রাজা তাকে ইশারা করলেন। কর্মচারী গরীব লোকটির হাতে থলেটি তুলে দিয়ে বললো, "এই নাও তোমার বখশিশ। স্বয়ং মহামতি রাজা পাথরটি রাস্তা থেকে সরানোর বদলা হিসেবে তোমাকে এই উপহার দিয়েছেন। গরীব লোক থলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে নিয়ে আসলো অনেক স্বর্ণমুদ্রা!

এক ব্যক্তি ব্যাপারটি অবলোকন করছিলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, "বন্ধুগণ! এ লোকটি সঠিক উপহার পেয়েছেন। রাস্তা থেকে একটি কাটাও যদি কেউ অপরের উপকার হবে ভেবে সরিয়ে দেয়- সেটাও ঈমানের অঙ্গ। তবে এ ঘটনা থেকে আরো শিক্ষা হলো, আমাদের জীবনে যতোই বাঁধা-বিপত্তি আসুক না কেনো তা সবই জীবনকে আরো উন্নত, আরো প্রভুভক্ত, আরো ফলপ্রসু করে তুলবে যদি আমরা ধৈর্যসহ সবকিছুর মুকাবিলা করি।"

Khanqa-E Amjadia Ashrafia Sylhet, BD

গল্প -৬৪: একব্যক্তি ও তার ময়না

অনেকদিন আগের কথা। বুখারার সরু এলোমেলো পথে হেঁটে একব্যক্তি বাজারে গেলেন। তার উদ্দেশ্য একটি ময়না পাখি ক্রয় করা। অনেক ঘুরে-ফিরে ৫টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি ময়না পাখি ক্রয় করলেন। পাখি বিক্রেতার দেওয়া পিঞ্জরে এটি রেখে হাতে তুলে বাড়ি ফিরলেন ক্রেতা।

ময়না কিন্তু ছটফট করতে লাগলো। সে কিছুতেই বন্দী থাকতে চায় না। মালিক ময়নার কথা শুনার জন্য অনেক চেষ্ট করলেন- কিন্তু ময়না

নিরব। একটি কথাও বললো না। মালিক খুব চিন্তিত হলেন। এরপর একদিন এক কাণ্ড ঘটে গেলো। মালিকের চোখের সামনে ছটফট করতে করতে ময়নাটি চিত হয়ে পড়ে রইলো পিঞ্জরের ভেতর! মালিক ভাবলো, এটি মরে গেছে। তিনি পিঞ্জরসহ ফিরে গেলেন বিক্রেতার নিকট। বললেন, "কী এক ময়না আপনি আমার নিকট বিক্রি করলেন, যেটি একটি কথাও বলে না। কিছু খায়ও না। এখন দেখো- সে মরে গেছে বুঝি!"

পাখি বিক্রেতা পিঞ্জর খুলে পাখিটি বের করে একটু নড়াচড়া করলেন। বললেন, "এটি বোধ হয় মরে গেছে।" এরপর হঠাৎ ময়নাটি হাত থেকে ছুটে পাখা মেলে আকাশে উড়াল দিয়ে চলে গেলো! ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে অবাক হয়ে ছুটে যাওয়া ময়নাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্রেতা মন্তব্য করলেন, "কী চালাক পাখিটি! মৃত্যুর ভান করে নিজেকে খাঁচার বন্দী জীবন থেকে মুক্ত করলো।"

Kanna-e-Aminia-Asgeria, Sylhet, BD

গল্প -৬৫: বাগদাদের ভৃত্য

বাগদাদের এক বড়ো বণিক নিজের ভৃত্যকে বাজারে পাঠালেন কিছু খাবার ক্রয় করে নিয়ে আসতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ভৃত্য হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসলো। সে তার মলিককে বললো, "হে মালিক! আপনার সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াটি আমাকে দয়াকরে ধার দিন। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে আমি দামেস্কে চলে যাবো।

মালিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে বলো?" সে বললো, "মার্কেটে যেয়ে দেখি মানুষের মধ্যে মৃত্যুর ফেরেশতা কালো বস্ত্র পরে আমার দিকে তাকাচ্ছেন! আমি ভয় পেয়ে ছুটে এসেছি। বাগদাদে থাকলে অবশ্যই আমার মৃত্যু হবে। দয়া করে ঘোড়াটি দিন।" ভৃত্য হলেও মালিক তাকে খুব মহব্বত করতেন। সবচেয়ে দ্রতগামী ঘোড়া দিয়ে বললেন, "যাও! সূর্যাস্তের পূর্বেই দামেস্কে পৌঁছে যাবে।" ভৃত্য

চলে গেলো।

মালিক বাজারে যেয়ে দেখলেন সত্যিই মৃত্যুর ফিরিশতা সেখানে অবস্থান করছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ভৃত্য বললো আপনি তার দিকে বড়ো চোখ করে তাকিয়েছেন, তা কী সঠিক?"

ফিরিশতা বললেন, "তাকিয়েছি ঠিকই। তবে বড়ো চোখ নয়- বরং অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলাম। কারণ আজ রাত তার মৃত্যু হওয়ার কথা দামেস্ক শহরে! অথচ তাকে বাগদাদে দেখে আমি বিষয়টি বুঝতে পারছিলাম না।"

Khanqa-E-Amina Algadia, Silhet, BD

গল্প -৬৬: গরীব ব্যক্তির কুড়েঘর

এক নিঃস্ব গরীব ব্যক্তি জঙ্গলের ভেতর কুড়েঘর তৈরি করে বসবাস করতেন। ঘরটি এতোই ছোট্ট ছিলো যে, তিনি ও তার স্ত্রী কোনোমতে ঘুমাতে পারতেন মাত্র। জীবিকা হিসেবে গরীব লোকটি জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতেন।

এক মধ্যরাতে কুড়েঘরের দরোজায় কে বা কারা কড়া নাড়লো। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিলো। কাঠুরিয়ার স্ত্রী দরোজার নিকটে ঘুমন্ত ছিলেন। কাঠুরিয়া স্ত্রীকে বললেন, "দরোজাটি খুলে দাও। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। লোকটি হয়তো পথ হারিয়ে এখানে এসেছে। এটা এক অন্ধকার রাত, আর জঙ্গলে অনেক হিংস্র জানোয়ারও আছে। তাড়াতাড়ি দরোজা খুলো!"

স্ত্রী বললেন, "কিন্তু ঘরের ভেতর তো কোনো খালি জায়গা নেই।" কাঠুরিয়া হেসে হেসে বললেন, "এটা তো আর রাজপ্রাসাদ নয়, যেখানে সর্বত্রই শূন্যস্থান থাকে। এটা হচ্ছে গরীবের কুড়েঘর মাত্র। দুজন ঘুমোনো যায় এবং তিনজন হলে বসা যায়। দরোজাটা খুলো।"

দরোজা খুলে গেলো। এক ব্যক্তি ভেতরে ঢুকে প্রথমেই কাঠুরিয়া ও

তার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালো। এবার তিনজন বসে গল্প-গুজব করে বাকি রাত কাটাতে থাকেন। ভোর হওয়ার বেশ আগেই দরোজায় আরো একজন এসে কড়া নাড়লো।

এ লোকটি কোনোমতে দরোজার পাশে বসলো। কাঠুরিয়া প্রথম মেজবানকে বললেন, "বন্ধু, দরোজা খোলো, আরো একজন আশ্রয় চাচ্ছেন।" তিনি বললেন, "আপনি তো এক অদ্ভুত ব্যক্তি দেখছি। ঘরে তো আর কোনো শূন্যস্থান অবশিষ্ট নেই।"

কাঠুরিয়া বললেন, "একই কথা আমার স্ত্রীও বলেছেন। আমি যদি তার পরামর্শ গ্রহণ করতাম, তাহলে আপনি জঙ্গলে রাত কাটাতেন, হয়তো হিংস্র জন্তুর খোরাক হতেন! বাস্তবে আপনি দেখছি এক অদ্ভুত ব্যক্তি। আপনার জন্যই তো আমরা বসে বসে রাত কাটাচ্ছি। আমি এক কাঠুরিয়া। কাঠ সংগ্রহ করে যা পাই তা দিয়ে কোনোমতে একটু-আধটু খাই। দরোজা খুলুন। এটা আপনার কুড়েঘর নয়। যদি তিনজন ভালোভাবে বসা যায় তাহলে ৪র্থ আরেকজনও কোনোমতে বসতে পারবেন।" দরোজা খুলে দ্বিতীয় মেজবানকেও ভেতরে জায়গা দেওয়া হলো। সবাই গাদাগাদি করে কোনোমতে বসলেন। এখন আর এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা বাকি ছিলো না।

এরপর দরোজার কড়া আবার নড়ে উঠলো! সবাই একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলো। আরেকজনকে ঘরে আশ্রয় দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। কাঠুরিয়া বললেন, ভাববেন না। এখন কোনো ব্যক্তি কড়া নাড়েন নি- বাস্তবে এটা আমার গাধা। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সেও কষ্ট করছে। তাকে যে কোনো উপায়ে ভেতরে আশ্রয় দিতে হবে!"

কাঠুরিয়ার স্ত্রীসহ সবাই বললো, "আর এক ইঞ্চিও জায়াগা নেই!"

কাঠুরিয়া বললেন, "আমার গাধা হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের উপায়। তার পিঠে করে কাঠ নিয়ে বাজারে যাই। আমরা যদি সবাই দাঁড়িয়ে যাই তাহলে গাধাটিরও স্থান হয়ে যাবে!"

Khanqa-e-Amjadia Asgharia Sylhet, BD

গল্প -৬৭: ঝোলের ঝোলের ঝোলের ঝোলের .... ঝোল

একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কেউ একজন একটি হাঁস নিয়ে আসলো মুল্লা নাসিরউদ্দিনের বাড়িতে। মুল্লা এটি জবাই করে হাঁসের ঝোল দ্বারা আপ্যায়ন করলেন মেজবানকে। কিছুক্ষণ পর আরেক ব্যক্তি এলো। সে বললো আমি আগন্তুকের বন্ধু। সুতরাং তাকেও হাঁসের ঝোল খওয়ানো হলো। এরপর আরেকজন এসে বললো, আমি আগন্তুকের বন্ধুর বন্ধু। এবার তাকেও হাঁসের ঝোলা দেওয়া হলো। আরেকজন এসে একই কথা বললে, তাকেও হাঁসের ঝোল খাওয়ানো হলো।

শহরে জানাজানি হয়ে গেলো নাসিরউদ্দিনের বাড়ি খাবার হোটেলে পরিণত হয়েছে। এক ব্যক্তি ভাবলো, সে-ও কিছু হাঁসের ঝোল খাবে। সে ছুটে এলো মুল্লার বাড়িতে। আগন্তুক একইভাবে বললো, প্রথম আগন্তুকের বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর ... বন্ধু সে। মুল্লা তাকে ঝোল দিলেন। কিন্তু তা পানি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। লোকটি অভিযোগ করে বললো, এটা কী হাঁসের ঝোল হলো? এতো সাদা পানির মতো!"

নাসিরউদ্দিন বললেন, এটি হচ্ছে হঁসের ঝোলের ঝোলের ঝোলের ঝোলের ঝুল!

Khanqa-e-Aminia Asaria, Sylhet, BD

গল্প -৬৮: তুমি কেনো বান্দাহ হলে না?

এক দরবেশের মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসলো। লোকজন দেখলো অঝোর ধারায় তার চোখের পানি ঝরছে। ভয়ে তিনি কচুপাতার মতো কাঁপছিলেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, "সারা জীবন আপনাকে খুব প্রফুল্ল দেখলাম- সর্বদা মুখমণ্ডল ছিলো হাস্যোজ্জ্বল। এখন কেনো আপনি কাঁদছেন? মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছেন বুঝি"।

তিনি জবাব দিলেন, "না- মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি না। ভয় পাচ্ছি আল্লাহকে। শরীরে কম্পন এসেছে এ কারণে যে, তিনি যদি আমাকে

একটি প্রশ্ন করেন তাহলে জবাব দিবো কী করে?”

“সে প্রশ্নটা কি?”

আল্লাহ যদি প্রশ্ন করেন, “তুমি কেনো অমুক সাহাবার মতো হলে না?” আমি জবাব দিতে পারি, “আপনি আমাকে তাঁর মতো গুণাগুণ দেন নি।” কিন্তু যদি প্রশ্ন করেন, “তোমাকে তো আমার বান্দাহ হওয়ার গুণাগুণ দিয়েছিলাম। তাহলে তুমি বান্দহ হলে না কেনো?” এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমার কাছে নেই- তাই আমি কাঁদছি ও আল্লাহর ভয়ে কাঁপছি।”

Khanqe-e-Amania Asrafia, Silhet, BD

গল্প -৬৯: তিন দরবেশ ও হালুয়া

একদা সামি, কাজি ও নাসিরউদ্দিন- এ তিন দরবেশ পবিত্র হজ্জের ভ্রমণে বুখারা থেকে মক্কা মুয়াজ্জমার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কাফেলা প্রায় মাস খানেক ভ্রমণ শেষে এক পুরাতন গ্রামে সর্বশেষ যাত্রাবিরতি করলো। তিন দরবেশের খাবার প্রায় শেষ। সমান্য কিছু হালুয়া ছিলো মাত্র। সামান্য মুদ্রা থাকলেও কোথাও খাবার ক্রয় করা গেলো না। তিন বন্ধু পরামর্শ করলো, তিনজনে সমান ভাবে ভাগ করে খেলে সবাই ক্ষুদার্তই থেকে যাবো। সুতরাং যে কোনো একজনে হালুয়াটুকু খেলে তার জীবিত থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কিন্তু কে খাবে?

দরবেশ সামি বললেন, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকা সর্বাধিক কল্যাণকর তিনিই হালুয়া খাবেন। সবাই একমত হলেন। কিন্তু কে বেশি যোগ্য?

প্রথমে দরবেশ কাজি বললেন, “আমি রোযা রেখেছি। বছরের পর বছর ধরে আমি দুআ করেছি, নফল নামায আদায় করেছি; এখানকার কেউ আমরা মতো পরহেজগার, ইবাদতগুজার নয়- তাই হালুয়া খাওয়ার যোগ্য আমি।”

দরবেশ সামি বললেন, "হ্যাঁ, আমি জানি আপনি একজন পরহেজগার ব্যক্তি। কিন্তু আমি তো একজন বড়ো মাপের আলিম ও বুদ্ধিবীজী। আমার ওয়াজ-মাহফিলে হাজার হাজার মানুষ যোগ দেয়-উপকার লাভ করে। সুতরাং হালুয়া খেয়ে বেঁচে থাকার যোগ্যতা আমার বেশি।"

এবার মুল্লা নাসিরউদ্দিন বললেন, "আমি বাস্তবে কোনো সুফি-দরবেশ নয় যে, হালুয়া খেয়ে বেঁচে থাকার দাবী করতে পারি। আমি বরং একজন সাধারণ গুনাহগার। আমি শুনেছি আল্লাহ তা'আলা পাপিদের প্রতি খুব দয়ালু। সুতরাং হালুয়া খেয়ে বেঁচে থাকার দাবি আমার সর্বাধিক বেশি।"

মোটকথা তারা সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তারা একমত হলেন, "আজ রাত আমরা হালুয়া না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বো। আল্লাহর ওপর ছেড়ে দোবো। যে সর্বাপেক্ষা উত্তম স্বপ্ন দেখবে সে-ই হালুয়া খাওয়ার যোগ্য হবে।"

পরদিন ভোরে দরবেশ সামি বললেন, "আমি স্বপ্নে দেখেছি আল্লাহর পবিত্র কদমে চুমো দিয়েছি। সুতরাং হালুয়া খাওয়ার যোগ্য আমি।"

দরবেশ কাজি বললেন, "আপনার স্বপ্ন আমারটির তুলনায় কিছুই নয়। আমি স্বপ্নে দেখেছি, স্বয়ং আল্লাহ আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়েছেন। সুতরাং হালুয়া খাওয়ার যোগ্য আমি।"

এবার মুল্লা নাসিরউদ্দিন বললেন, "বন্ধুগণ! আমি পাপী বেচারা এরূপ কোনো উত্তম স্বপ্ন দেখি নি। আমি দেখলাম দয়ালু আল্লাহ হালুয়াটুকু আমার মুখের ভেতর নিজেই তুলে দিলেন। আমি তা খেলাম। জেগে ওঠে দেখি সব হালুয়া খেয়ে ফেলেছি! এখন হালুয়া আর অবশিষ্ট নেই।"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -৭০: স্মারকচিহ্ন

মুল্লা নাসিরউদ্দিনকে একব্যাক্তি আবদার জানালো, "মহাত্মন! আপনার আংটিটি আমাকে উপহার দিন। প্রত্যেকবার এটির দিকে তাকালে আপনার কথা স্মৃতিতে ভেসে ওঠবে।"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "আংটি দেওয়া যাবে না। তবে আপনি এক কাজ করবেন, মাঝেমধ্যে যে আঙ্গুলে আংটি দিবেন সেটি দেখবেন। তখন আমার কথা মনে পড়বে- কেমন?"

Khanqah-e-Amiria-Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৭১: চিন্তাশীল পাখি

একদিন মুল্লা নাসিরউদ্দিন বাজারে গিয়ে দেখেন, কিছু পাখি ৫০০ রীল পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছে। তিনি ভাবলেন, আমার মোরগটি তো এসব পাখির তুলনায় অনেক বড়ো। তাহলে এটি বিক্রি করা যায়।

বাড়িতে এসে মোরগটি ধরে নিয়ে গেলেন বাজারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার- ৫০ রীলের উপরে কেউ দামই করলো না। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, "লোকসকল! এটা তো সম্মানহানি! ৫০০ রীলের বিনিময়ে তোমরা ছোট ছোট পাখি ক্রয় করছো- আর আমারটি দ্বিগুণ বড়ো হওয়া সত্ত্বেও তোমরা বলছো এর দাম মাত্র ৫০ রীল?"

একব্যক্তি নাসিরউদ্দিনকে থামিয়ে বললো, "মুল্লা নাসিরউদ্দিন! ওগুলো হচ্ছে কথা বলনেওয়ালা পাখি! ওগুলোর দাম তো বেশি হবেই।"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "বোকা কোথাকার লোকজন! ওসব পাখি তোমরা উচ্চমূল্যে ক্রয় করো, শুধুমাত্র এজন্যে যে, ওরা কথা বলতে পারে। আমারটির মধ্যে উচ্চমানের চিন্তা-চেতনা আছে! সে কখনও আজেবাজে কথা বলে মানুষকে বিরক্ত করে না। তাকে তোমরা চিনলে

না!”

গল্প -৭২: বদলে যাওয়ার শক্তি

মুল্লা নাসিরউদ্দিনের বয়স হয়ে গেছে। তিনি এখন অতীত জীবনের কথা স্মরণ করছিলেন। একদিন বন্ধুদের সাথে কফির দোকানে বসে নানান কথা, নানান স্মৃতি সেয়ার করলেন। “আমি যখন যুবক, তখন ছিলাম অগ্নিশর্মা- আমি চাচ্ছিলাম সবাইকে চেতনশীল করে তুলতে। জগৎকে বদলে দিতে শক্তি যোগান দিতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি।

মধ্যম বয়সে আমি একদিন জেগে ওঠলাম, বুঝতে পারলাম জীবনের অর্ধেক চলে গেছে। কিন্তু এখনও কাউকে পরিবর্তন করতে পারলাম না। দুআ করলাম, আল্লাহ আমাকে শক্তি দিন যাতে নিকবর্তীজনদের মধ্যে রবদবল আনতে পারি।

হায়! এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার দুআটি এখন সহজ-সরল। হে আল্লাহ! নিজেকে পরিবর্তন করতে একটুকু শক্তি দিন।”

Khanqa-e-Amjadia-Asgharia Suhat BD

গল্প -৭৩: বিপদ বাছাই করে আসে না

মুল্লা নাসিরউদ্দিনের মাদ্রাসায় এক মহিলা তার ছোট্ট শিশুকে নিয়ে আসলেন। মহিলা মুল্লাকে বললেন, “ছেলেটা বড়োই দুষ্ট। আপানি একে ভয় দেখাবেন।”

নাসিরউদ্দিন তার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলেন। চোখ দুটো অগ্নিবর্ণ হলো। মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড রাগের আভা। তিনি এ অবস্থায় বানরের মতো লাফাতে থাকেন। হঠাৎ ছুটে গেলেন বাইরে। এদিকে মহিলা তাঁর ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয়ে জ্ঞান হারালেন! কিছুক্ষণ পর যখন মহিলার জ্ঞান ফিরলো, তখন মুল্লা খুব ধীরে ধীরে কক্ষে ঢুকছিলেন।

মহিলা কেঁপে কেঁপে বললেন, "আমি বলেছিলাম ছেলেকে ভয় দেখাবেন- আমাকে নয়!"

মুল্লা নাসিরউদ্দিন বললেন, "প্রিয় ম্যাডাম! আপনি কি দেখেন নি আমি নিজেই কিরূপ ভয় পেয়েছিলাম! যখনই বিপদ আসে তখন সবাইকে বিপদে ফেলে।"

গল্প -৭৪: বিকল্প

মুল্লা নাসিরউদ্দিন চায়ের দোকানে বসে বসে একদল সাথীদের বললেন, "দ্যাখো, আমি একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি।" তারা বললো, "ভালো কথা। আমাদের সবাইকে আপনি বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়ন করুন!"

সুতরাং সকল পেটুকদের নিয়ে নাসিরউদ্দিন সদলবলে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। বাড়ির নিকটে যেয়ে মুল্লা বললেন, "তোমরা কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ভেতরবাড়ি যেয়ে আমার স্ত্রীকে ব্যাপারটি অবগত করে আসি।"

তার স্ত্রী পেটুকদের বাড়ি নিয়ে আসছেন জেনে খুব রাগান্বিত হলেন। বললেন, "মুল্লা সাহেব! ঘরে কোনো খাবার নেই। এদের বিতাড়িত করুন!"

মুল্লা বললেন, "আমি এটা করবো কী করে? একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে আমার সুনাম আছে। এদের তাড়িয়ে দিলে আমার সুনাম ক্ষুন্ন হবে।"

স্ত্রী বললেন, "ভালো কথা। তুমি উপর তলায় যেয়ে লুকিয়ে থাকো। আমি তাদের বলবো তুমি বাড়িতে নেই।"

স্ত্রীর পরামর্শ মুতাবিক নাসিরউদ্দিন উপর তলায় যেয়ে লুকিয়ে

Khanqa-e-Amjadia Asgaria, Sylhet, BD

রইলেন। স্ত্রী বাইরে যেয়ে বললেন, "আমি দুঃখিত। আমার স্বামী বাড়িতে নেই।"

সবাই অবাক হলো। একজন বললো, "আমরা তো দেখলাম তিনি বাড়িতে প্রবেশ করেছেন। এরপর থেকে আমরা দরোজার দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি কোথাও চলে গেলে আমরা নিশ্চয়ই দেখতাম।"

মুল্লা নাসিরউদ্দিন উপর তলার জানালা দিয়ে সব শুনছিলেন। নিজেকে সামলাতে পারলেন না। বললেন, "তুমি বলছো না কেনো, তিনি পিছনের দরোজা দিয়ে বের হয়ে গেছেন!!"

Khanqa-e-Amirila Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৭৫: বোকা

এক দার্শনিক নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে বাহাস করতে দিন-তারিখ ঠিক করলেন। কিন্তু সময়মতো তার বাড়িতে এসে জানলেন তিনি বাড়িতে নেই। দার্শনিক বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পরও যখন নাসিরউদ্দিন নিরুদ্দেশ রইলেন, তখন রাগে বাড়ির দরোজায় চক দিকে লেখলেন, "বোকা ব্যক্তি"। এরপর চলে গেলেন।

বাড়িতে এসে দার্শনিকের আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে গেলেন তার বাড়িতে। তিনি বললেন, "ভাই মাফ করুন। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার দরোজায় আপনার নামটি দেখে ছুটে আসলাম!"

গল্প -৭৬: পানির পাত্রে চাঁদ

এক রাতে কবি আওহাদি কিরমানী তার বাড়ির পোর্চে বসা ছিলেন। তিনি সামনেই একটি পাত্রের দিকে একটু নুয়ে তাকালেন। এসময় শামসে তিবরিযী এদিকে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি কিরমানীকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কী করছেন?"

কিরমানী বললেন, "এক পাত্রপূর্ণ পানির মধ্যে চাঁদ দেখে ভাবছি।"

শামসে তিবরিযী বললেন, "তোমার ঘাড় ভাঙ্গা না থাকলে, আকাশের চাঁদকে সরাসরি দেখছো না কেনো?"

গল্প -৭৭: কম্পাস

কেউ একজন একটি কম্পাস নিয়ে জৈনুল্লাহর নিকট আসলো। বললো, "হে বুদ্ধিমান জৈনুল্লাহ! আপনি এ যন্ত্রটি কী হয়, বলতে পারেন?"

জৈনুল্লাহ যন্ত্রটি দেখতে লাগলেন এরপর কাঁদলেন। কিছুক্ষণ পর আবার হাসতে লাগলেন।

লোকটি কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করলো, "বুদ্ধিমান জৈনুল্লাহর কাঁদা-তারপর হাসার রহস্য তো বুঝতে পারলাম না?"

জৈনুল্লাহ বললেন, "প্রথমে আমি কেঁদেছি এটা ভেবে যে, আপনি কেমন এক বোকা লোক, যে এই ছোট্ট যন্ত্রটি কী চিনতে পারলো না। এরপর আমি হেসেছি এজন্য যে, আমিও এটি কী জিনিস তা-ও জানি না।"

Khanqahe Ammia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -৭৮: নির্দোষ চোর

এক রাতে তারিফুল্লাহর গাধাটি চোরে নিয়ে গেলো। পরদিন যখন তারিফুল্লাহ জানলেন তিনি চুরির শিকার হয়েছেন তখন গাধার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে পড়শিদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কেউ গাধাটি দেখেছেন?" সবাই বললো, দেখেনি। তবে কেউ কেউ তারিফুল্লাহকে দোষারোপ করতে থাকে।

একজন বললো, "আপনি কোন্ কারণে গোয়াল ঘরটির দরোজা খুলে রাখলেন?

আরেকজন বললো, "আপনি কেনো এটি পাহারা দিলেন না? আপনার চোখ খোলা থাকলে চোরে কিছুতেই এটি নিয়ে যেতে পারতো না।

তৃতীয় আরেকজন বললো, "জনাব তারিফুল্লাহ! আপনি মরার মতো নিদ্রা যান। এ কারণেই গোয়াল ঘরের দরোজা খোলার সময় কিছুই বুঝতে পারেন নি- ফলে চোরকে ধরতেও পারলেন না।

পড়শিদের এসব কথায় তারিফুল্লাহ রাগান্বিত হলেন। বললেন, "ভালো কথা, তোমাদের দৃষ্টিতে সব দোষ আমার। আর চোরটি সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ!"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -৭৯: লাশবাহী মিছিল

একদিন বেকার কয়েকজন আলিম এক-জায়গায় বসে গল্প-গুজব করছিলেন। একজন অন্যদের জিজ্ঞেস করলেন, "লাশবাহী মিছিলে যোগদানকারী লাশের ডানে না বায়ে থাকবে?"

এ প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। অর্ধেক আলিম বললেন ডানদিকে হাঁটবে। বাকি অর্ধেক বললেন, বামদিকে হাঁটবে। তাদের মধ্যে অনেক বাক-বিতণ্ডা হলো। উভয় দলের মধ্যে মতানৈক্য থেকেই যায়। একজন প্রস্তাব দিলেন, "চলো, আমরা মুল্লা জৈনুদ্দিনকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করি। দেখি, তিনি কী বলেন?" সুতরাং সবাই ছুটে এলো জ্ঞানী মুল্লা জৈনুদ্দিনের নিকট।

জৈনুদ্দিন উভয় দলের কথাগুলো খুব সতর্কতাসহ শুনলেন। তারপর হেসে হেসে বললেন, বাস্তবে ডানে-বামে উভয় দিকে চললে কোন অসুবিধা নেই -খাটের ভেতরে কেউ না হলেই হয়!

গল্প -৮০: মোমবাতি দ্বারা রান্না

প্রচণ্ড শীতের মৌসুম। সবকিছু বরফে আবৃত হয়ে শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছে। মুল্লা নাসিরউদ্দিনসহ স্থানীয় চায়ের দোকানে বসে কয়েকজনের কথা হচ্ছিলো। তারা বললো, পাহাড়ের চূড়ায় এক রাত কাটাতে পারলে ১০ স্বর্ণমুদ্রা পাবে- কে আছে এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার? কেউ সাহস করলো না। সবাই নীরব। হঠাৎ মুল্লা নাসিরউদ্দিন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। তবে ১০ নয় ১৫টি স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে।

নাসিরউদ্দিন কোনোমতে রাত কাটিয়ে প্রায় অর্ধমরা অবস্থায় ফিরে আসলেন টাকা সংগ্রহ করতে।

একজন প্রশ্ন করলো, "শর্ত ছিলো আপনি কিছুই সাথে নিতে পারবেন না। আপনি কিছু নিয়েছিলেন?"

নিাসিরুদ্দিন: কিছুই না।

ব্যক্তি: এমনকি একটি মোমবাতিও না।

নাসিরউদ্দিন: হ্যাঁ, একটি মোমবাতি ছিলো।

ব্যক্তি: তাহলে তো শর্ত পূরণ হলো না। চ্যালেঞ্জ বাতিল হয়ে গেছে।

নাসিরউদ্দিন পাল্টা তর্ক করলেন না।

কয়েক মাস পরের কথা। নাসিরউদ্দিন সেদিন চায়ের দোকানে উপস্থিত সবাইকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। তারা খাবার কক্ষে বসা ছিলো। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেলো, খাবার আসছিলো না। তারা একে অন্যের সঙ্গে বলাবলি শুরু করলো, "নাসিরউদ্দিন আমাদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসে এ কী করছেন? খাবার কোথায়?"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

নাসিরউদ্দিনকে সবাই প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, "সবাই আসুন। উনুনে খাবার পাক হওয়া কতটুকু এগিয়েছে একটু দেখে নিই।"

সবাই রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলো। তারা দেখলো বড়ো একটি পাতিলে প্রচুর পানি। উনুনের মধ্যে বসিয়ে একটি মোমবাতি দ্বারা পাক করার চেষ্টা চলছে। পানির মধ্যে কোনো নড়াচড়াই শুরু হয় নি!

মুল্লা নাসিরউদ্দিন বললেন, "এখনও খাবার প্রস্তুত হয় নি। কেনো হচ্ছে না আমি জানি না। গতকাল থেকে এ অবস্থায় আছে!"

গল্প -৮১: মুল্লা নাসিরউদ্দিন আদালতের কাঠগড়ায়

দেশের নামকরা দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার প্রমুখের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে আজ মুল্লাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে। তার অপরাধ হলো গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রচার করা যে, "দেশের বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক এবং তথাকথিত জ্ঞানীগুণিরা সবাই অজ্ঞ, অস্থিরমনস্ক ও বিশৃঙ্খল।"

Khanqa-e-Aminia Asgaria, Silhet, BD

নাসিরউদ্দিনকে দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

বিচারক বাদশাহ নামধার বললেন, "নাসিরউদ্দিন, আপনিই প্রথমে বক্তব্য দিন।"

মুল্লা বললেন, "আমাকে কাগজ-কলম দেওয়া হোক।"

বাদশাহর নির্দেশে কাগজ-কলম দেওয়া হলো। নাসিরউদ্দিন আবার আবদার জানালেন, "যে সাতজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত আছেন তাদের প্রত্যেককে কাগজ-কলম দেওয়া হোক।" তা-ই করা হলো। এবার নাসিরউদ্দিন একটি প্রশ্ন লিখলেন, "রুটি কোন জিনিস?" এ কথাটি

সাতজনকে প্রশ্ন করে বললেন, "আপনারা যারতার মতামত লিখে বাদশাহ নামদারের নিকট কাগজ হস্তান্তর করুন।"

প্রথম বুদ্ধিজীবী লিখলেন, "রুটি একটি খাবার।"

দ্বিতীয়জন লিখলেন, "রুটি হচ্ছে আটা ও পানি।"

তৃতীয়জন লিখলেন, "রুটি হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত রিজেক।"

চতুর্থজন লিখলেন, "রুটি একটি সেকা পিঠা।"

পঞ্চমজন লিখলেন, "'রুটি' বলতে যা যে বুঝে সেরূপ এক পরিবর্তনশীল বস্তু।"

ষষ্ঠজন লিখলেন, "রুটি একটি পুষ্টিকর বস্তু।"

সপ্তম বুদ্ধিজীবী লিখলেন, "আসলে কেউ জানে না।"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "বাদশাহ নামদার! ৭ জন সাতভাবে রুটির ব্যাখ্যা দিলেন। এ ধরনের মানুষের ওপর যে কোনো বস্তুর ব্যাখ্যা কীভাবে প্রহণযোগ্য হতে পারে? যে বস্তুকে তারা প্রত্যহ ভক্ষণ করেন, সেটার ব্যাখ্যা দিতে যদি এরূপ মতানৈক্য হয়- তাহলে এরা কীভাবে আমি একজন দেশদ্রোহী কী না- সে ব্যাপারে তারা একমত হতে পারে?" কেইস ডিসমিস!

Khandker Anim-Al-Garib, Silhet, BD

গল্প -৮২: আমার হাত নিন

একদিন জৈনুদ্দিন দেখলেন অনেক লোক একটি পুকুর পারে জড়োত হয়েছে। ইয়ামোটা পাগড়িওয়ালা এক মুসলিম আলিম পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তিনি বাঁচাও, বাঁচাও বলে চিৎকার দিচ্ছিলেন।

কিছু লোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলছিলো, "আমাকে হাত দিন মাওলানা। আমাকে হাত দিন।" কিন্তু মাওলানা তাদের প্রতি খেয়াল

করছিলেন না। তিনি পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন ও সাহায্যের জন্য বলছিলেন। অবশেষে জ্ঞানবান জৈনুদ্দিন এগিয়ে আসলেন। সবাইকে বললেন, "আমাকে অগ্রসর হতে দিন।" তিনি নিজের হাত মাওলানার দিকে প্রসারিত করে চিৎকার দিলেন, "আমার হাত নিন!"

মাওলানা তখন জৈনুদ্দিনের হাত ধরলেন এবং তাকে পানি থেকে ওঠিয়ে আনা হলো। মানুষ জৈনুদ্দিনের কৌশল দেখে অবাক হলো। তারা প্রশ্ন করলো, কোন কৌশলে আপনি মাওলানাকে উঠাতে পারলেন?

জৈনুদ্দিন বললেন, "ব্যাপারটি খুব সহজ! আমি জানতাম এই কৃপণ কাউকে কিছু দেবেন না। সুতরাং 'আমাকে হাত দিন' না বলে বলেছি, 'আমার হাত নিন'। ব্যস, তিনি হাত নিলেন।"

Khanqah-e-Aminia Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৮৩: কে ধনী আর কে গরীব

এক দরবেশ রাস্তার একপাশে জায়নামাযে বসে গভীর মুরাক্বাবায় নিমগ্ন ছিলেন। এক বণিক দরবেশকে দেখে প্রভাবিত হলেন। দরবেশকে তিনি এক থলেভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিতে দিতে বললেন, "আমি জানি আপনি এ মুদ্রাগুলো আল্লাহর ওয়াস্তে কাজে লাগাবেন। অনুগ্রহ করে এগুলো গ্রহণ করুন।"

দরবেশ বললেন, "এক মিনিট, আমি জানি না এ টাকা গ্রহণ করা আমার জন্য বৈধ কী না। আপনি কি ধনী ব্যক্তি? বাড়িতে আপনার আরো টাকা আছে কি?

বণিক বুক ফুলিয়ে বললেন, "ও হ্যাঁ আছে বৈকি। বাড়িতে অন্তত হাজারটি স্বর্ণমুদ্রা আছে।"

দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আরো এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা চান?"

বণিক বললেন, "কেনো- অবশ্যই চাই। আমি সারা জীবন পরিশ্রম করেছি স্বর্ণমুদ্রার জন্য।"

দরবেশ আবার জিজ্ঞেস করেন, "এরপরও আরো ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রার দরকার আপনার?"

বণিক বললেন, "অবশ্যই। কে চাইবে না? প্রত্যেক দিন বেশি বেশি টাকার জন্য আমি দুআ করি।"

দরবেশ স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি বণিকের দেওয়া থলেটি তাকে ফেরত দিলেন। বললেন, "এই নিন। আমি আপনাকে হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করলাম। আপনার দানকে গ্রহণ করার পর এটার মালিক আমি হয়েছি- তাই অনুদান হিসেবে আপনাকে দিলাম।"

বণিক বললেন, "একজন ধনী ব্যক্তি ফকিরের কাছ থেকে টাকা নিতে পারে না।"

দরবেশ বললেন, "আপনি কোন বিচারে আমাকে গরীব ও নিজেকে ধনী মনে করলেন? আমি অবশ্যই আপনার থেকে ধনী। কারণ আমার যাকিছু আল্লাহর মর্জিতে আছে তাতেই সন্তুষ্ট। আর আপনি যতো পান তারচেয়ে বেশি চান। সুতরাং আপনি সত্যিকার ফকির- আমি ধনী।"

Khanqah-e-Amjadia Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৮৪: ব্যক্তি স্বাধীনতা

একব্যক্তি তাঁর মুর্শিদের নিকট এসে জানতে চাইলো, সত্যিকার অর্থে সে কি সম্পূর্ণ স্বাধীন কিংবা এতে কোনো সীমানা আছে কি? কিসমত, ক্বদর ইত্যাদি দ্বারা কী বুঝাচ্ছে?

শায়খ তার প্রশ্নের জবাব আমলের মাধ্যমে দিলেন। প্রথমে মুরিদকে বললেন, "দাঁড়াও"। মুরিদ ভাবলো, আমি তাঁকে স্বাভাবিক সরল একটি প্রশ্ন করলাম আর তিনি বলছেন দাঁড়াতে। এরপও সে

দাঁড়ালো। শায়খ এবার বললেন, "তোমার এক পা উপরে ওঠাও।"

মুরিদ এক পা তুলে নিলো। সে এখন একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুর্শিদ বললেন, "মাশাআল্লাহ! সুন্দর হয়েছে। এখন ওপর পা আকাশে ওঠাও তো!"

মুরিদ বললো, "হুজুর! এতো অসম্ভব। একই সাথে দু পা উঠানো যায় কী করে? আমি আমার ডান পা তুলেছি- এখন বাম পা তুলবো কী করে?"

মুর্শিদ বললেন, "তুমি তো স্বাধীন। আগে তুমি বাম পা তুলতে পারতে। তুমি কোন পা ওঠাবে তার বাধ্যবাধকতা ছিলো না। তুমি যে কোন পা ওঠাতে পারতে। এখন তুমি ভেবে দেখো তোমার স্বধীনতা কতটুকু আছে? মানুষের স্বাধীনতা ঠিক অনুরূপ। তাকে একগুচ্ছ আমল সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানলে উপকৃত হবে- না মানলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

Khanka-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -৮৫: কুকুর, গল্লা ও সুফি

সুফিদের জুব্বা পরে একব্যক্তি রাস্তার ওপর হাঁটছিলেন। তিনি একটি কুকুর দেখে হাতের গল্লা দিয়ে বাড়ি দিলেন। কুকুর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ঘেউ ঘেউ করে করে বিখ্যাত ওলিআল্লাহ আবু সাঈদের নিকট চলে গেলো। কুকুর তাঁর পায়ে পড়লো। আঘাতপ্রাপ্ত পায়ের থাবা দেখাতে লাগলো। মনে হলো, কুকুরটি ঐ সুফির বিরুদ্ধে নালিশ করছে।

আবু সাঈদ ঐ সুফিকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই নিরীহ প্রাণিকে কোন কারণে তুমি লাঠি দিয়ে আঘাত করলে?"

সুফি বললেন, "এটা আমার দোষ মোটেই নয়। এ কুকুরটি আমার জুব্বা না-পাক করেছে।"

কুকুর বার বার সুফির বিরুদ্ধে নালিশ করে যাচ্ছিলো।

এরপর অলিআল্লাহ আবু সাঈদ সরাসরি কুকুরের সাথে কথা বললেন, "চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণের অপেক্ষা না করে আমাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুযোগ দাও।"

কুকুর বললো, "মহাত্মন! আমি যখন এ লোকটিকে দেখলাম সুফিদের জুব্বা তার গায়ে- তখন, বুঝতে পারি যে, তিনি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেন না। যদি এটা বুঝতাম যে, লোকটি সুফিদের ভান ধরেছে- তাহলে, আমি তার কাছেই যেতাম না। আপনি ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার পরনের মূল্যবান জুব্বা ছিনিয়ে নিন। অলিদের জুব্বা পরা থেকে তাকে বিরত রাখুন।"

Khanqa-e-Aminia Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৮৬: সব হারিয়ে গেলো

মুল্লা নাসিরউদ্দিন রাস্তার ওপর একব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন। লোকটি খুব বেজার ছিলো। মুল্লা তাকে প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপার কী?"

সে তার ছেড়া থলেটি দেখিয়ে বললো, "এই দুনিয়ায় আমার সম্বল বলতে যা বুঝায় তা এই থলের মধ্যে আছে।" মুল্লা একটু এগিয়ে গিয়ে তার থলেটি ছিনিয়ে নিলেন ও দৌড় দিলেন। লোকটি এবার বললো, "হায়! হায়! আমার সবই হারিয়ে গেলো।"

এদিকে মুল্লা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বাঁকা রাস্তার মাঝখানে থলেটি রেখে দিলেন ও নিজে পার্শ্ববর্তী এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সবকিছু অবলোকন করলেন। লোকটি যে মুহূর্তে থলেটি দেখলো সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে থলের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমার থলে! আমি ভাবছিলাম তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি!" সে থলেটি তুলে জড়িয়ে ধরলো।

আড়াল থেকে মুল্লা নাসিরউদ্দিন নিজে নিজেই বললেন, "যাক!

কাউকে খুশি করতে যেয়ে এমন কাজ করাও খারাপ নয়।”

গল্প -৮৭: বেখাপ্পা একজন

জৈনুদ্দিন বলেন, “শিশুকাল থেকেই আমি এক বেখাপ্পা লোক ছিলাম। আমার পিতা একদিন বললেন, ‘তুমি পাগল নও যে পাগলাগারদে পাঠাবো, না তুমি কোনো পাদ্রী যে মঠে পাঠাবো, আমি জানি না তুমি কী?’

আমি তাকে বললাম, “পিতাজি, আপনি জানেন আমি বলতে পারবো কীরকম আছি। একদা একটি হাঁসের ডিম মুরগির তলে রাখা হলো বাচ্চা ফুটানোর জন্য। যখন ডিম ফুটে গেলো, তখন হাঁসের বাচ্চাও মুরগির বাচ্চাদের সাথে চলাফেরা করে। চলতে চলতে একটি পুকুর পারে গেলো। হাঁসের বাচ্চা পানিতে পড়ে ডুব দিলো ও সাঁতার কাটলো। বাকি সব বাচ্চা ও মুরগি পারে দাঁড়িয়ে সব দেখলো ও ডাকতে শুরু করলো।

এখন, আমার প্রিয় পিতা, আমি সাগরকে পরীক্ষার পর সেখানে বাড়ি বানিয়েছি। আপনি যদি সাগরপারে থাকতে পছন্দ করেন, তাহলে আমার কী দোষ হলো? আমাকে দোষারোপ করা তো উচিৎ নয়।”

Khanqah-e-Aminia Asgaria Sylhet, BD

গল্প -৮৮: আমার সবুজ জামা কোথায়?

একদা নসিরুদ্দিনের গ্রামের অনেক লোক হজ্জে গমনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সবার মধ্যে কী আনন্দ! সওয়ারী রসদপত্র জোগাড় করলো সকলে। এরপর একদিন মাহনন্দে হাজ্জযাত্রীরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সমবিভ্যাহারে রওয়ানা দিলো। সবাই পাঠ করছিলো খুশিমনে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক! তারা আল্লাহকে

পেতে মক্কা মুয়াজ্জমার উদ্দেশ্যে যাত্র করলেন।

এতো আয়োজন হলেও নাসিরউদ্দিন তেমন ব্যস্ত ছিলেন না। লোকজন যখন গ্রামের বাইরে এসে জড়োত হলো তখন দেখা গেলো নাসিরউদ্দিন একটি উজ্জ্বল সবুজ জুব্বা পরে গাধার পিঠে চড়ে ধীর ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, "কেউ বলতে পারো- আমার উজ্জ্বল সবুজ জুব্বাটি কৈ?" একজন জবাব দিলো, "আরে! জনাব, এটা তো আপনার পরনেই শুভা পাচ্ছে!"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "তাই নাকি! যার অনুসন্ধান করছি সে বুঝি আমার সাথেই আছে!"

Khanqa-e-Amina Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৮৯: পিতা, পুত্র ও গাধা

এক পিতা তার ছেলেকে নিয়ে একদিন বাজারে রওয়ানা হলেন। তারা সরু রাস্তার ওপর হাঁটছিলেন। গ্রামীণ এক ব্যক্তি তাদের পাশ কেটে বিপরীত দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "তোমরা বোকা নকি! গাধা তো চড়ার জন্তু। একে টেনে টেনে নেওয়ার কারণ কী থাকতে পারে?"

লোকটির এমন মন্তব্য শুনে পিতা ছেলেকে গাধার পিঠে চড়িয়ে অগ্রসর হলেন। এরপর একদল লোক রাস্তার পাশে বসে আছে দেখলেন। এদের একজন মন্তব্য করলো, "বে-আদব কোথাকার! পিতাকে হাঁটতে হচ্ছে আর ছেলে বসে আছে গাধার পিঠে!"

সুতরাং তিনি ছেলেকে নামিয়ে নিজে গাধার পিঠে চড়ে বসলেন। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসরের পূর্বেই একজন মহিলা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মন্তব্য করলো, "ধিক্কার ঐ অলস পিতার প্রতি যে তার ছোট্ট বালককে হাঁটতে দেয় ও নিজে আরাম করে গাধার পিঠে বসে যায়!"

মহিলার এ মন্তব্যে পিতা লজ্জাবোধ করলেন। ছেলেকেও গাধার

পিঠে তুলে নিলেন। এবার উভয়ে সওয়ার হলেন বেচারা গাধার উপর।

তারা তখন বাজারের নিকটস্থ হয়েছে। একদল লোক তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ধিক্কার দিচ্ছিলো। কেউ বললো, "এরা কী লজ্জা বোধ করে না? বেচারা গাধার উপর উভয়ে আরোহণ করেছে। ছি! ছি!"

সুতরাং উভয়ে আবার গাধার ওপর থেকে নেমে পড়লো। পিতা চিন্তা করলেন, কী করা যায়। অবশেষে এক ফন্দি আঁটলেন। গাধার সামনের ও পেছনের পা বেঁধে দিলেন। একটি লম্বা বাঁশের টুকরো উভয় জোড়া পায়ের নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে পিতা-পুত্র গাধাকে কাঁধে তুলে চললেন!! ব্যস! মানুষের অভিযোগ থেকে এবার বাঁচা যাবে।

পথিমধ্যে সবাই হাসতে থাকে। বাজারের সাঁকোর উপর উঠার পরই গাধার সামনের পাযুগল খুলে গেলো। এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গাধাটি পানির মধ্যে পড়ে গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মরে গেলো।

পিতা-পুত্র ও গাধার পেছনে এক বুড়ো হেঁটে আসছিলেন বাজারের দিকে। গাধা পানিতে পড়ে মরে যাওয়ার পর বুড়ো মন্তব্য করলেন, "এবার তাদের শিক্ষা হবে! সবাইকে খুশি রাখতে যেয়ে সবই হারালো।"

Khanqa-e-Amjadia, Sylhet, BD

গল্প -৯০: কসম

এক ব্যক্তি একদিন কসম করলেন যে, তার সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে গেলে নিজের বাড়ি বিক্রি করে সব টাকা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন।

কিছুদিন পর সমস্যাগুলো দূর হওয়ায়, তিনি চিন্তিত হলেন, এরূপ কসম থেকে বাঁচা যায় কী রকম- তা বের করতে হবে। অন্যথায় রাস্তায় থাকা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং তিনি এক উপায় আবিষ্কার করলেন।

তিনি মাত্র ১ রৌপ্যমুদ্রার দাম ধরে বাড়ি বিক্রির নোটিস টাঙ্গালেন। তবে শর্ত হলো বাড়ির বিড়ালটিও ক্রয় করতে হবে যার দাম ১০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা! এক ব্যক্তি ঠিকই বাড়ি ও বিড়াল ক্রয় করলেন।

কসম করনেওয়ালা লোকটি তখন ১ রৌপ্যমুদা দান করলেন গরীবদেরে। আর বিড়ালের মূল্য দ্বারা একটি নতুন বাড়ি কিনে নিলেন- ব্যস!

গল্প -৯১: সবই মুসাফিরখানা

একজন সুদর্শন সুফি দরবেশ বাদশাহ ইব্রাহিম ইবনে আদহামের দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি কাউকে কিছু না বলে সোজা বাদশাহর সিংহাসনের নিকট চলে আসলেন। দরবেশের ভাব-ভঙ্গি ও প্রভাবশীল অবয়ব দেখে সকলেই স্তম্ভিত হলো।

Khanqa-e-Aminia Asgaria Sylhet BD

বাদশাহ প্রশ্ন করলেন: "আপনি কে এবং কোন্ কারণে আমার দরবারে উপস্থিত হয়েছেন?"

দরবেশ বললেন, "আমি এ মুসাফিরখানার কোথাও থাকতে চাই।"

বাদশাহ: "এটা কোনো মুসাফিরখানা নয়- এটা আমার রাজপ্রাসাদ।"

দরবেশ: "আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, আপনার পূর্বে কে এই রাজপ্রাসাদের মালিক ছিলেন?"

বাদশাহ: "আমার পিতা মালিক ছিলেন, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।"

দরবেশ: "আপনার বাবার পূর্বে এ প্রাসাদের মালিক কে ছিলেন?

বাদশাহ: "আমার দাদা ছিলেন। তিনিও ইন্তিকাল করেছেন।"

দরবেশ: "তাহলে বুঝা গেলো, এ প্রাসাদে কিছুদিনের জন্য মানুষ বসবাস করে চলে যায়। আমি কী শুনেছি- আপনি বলেছেন এটা মুসাফিরখানা নয়?"

বাদশাহ নির্বাক। এদিকে দরবেশ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। সব বাসস্থানই মুসাফিরখানা। বাদশাহর তকদির খুলে গেলো। তিনি সাধারণ কাপড় পরে প্রাসাদ থেকে চিরতরে বেরিয়ে গেলেন। বাকি জীবন কাটালেন উচ্চতর ওলি-দরবেশ হিসেবে।

গল্প -৯২: তোমার কাপ খালি করো

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর একদিন বড়ো মাপের এক সুফির দরবারে হাজির হলেন। তার ইচ্ছে ছিলো বিখ্যাত এ শায়খের সুহবতে থেকে কিছু শেখার।

Khanqa-e-Aminia Asgaria Sylhet, BD

সুফি সাহেব প্রফেসর সাহেবকে স্বাগত জানালেন। প্রফেসর প্রশ্ন করলেন, "হুজুর! আমাকে হাক্বিক্বাত সম্পর্কে কিছু বলুন।" সুফি বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন।"

ভেতর বাড়ি থেকে শায়খ একটি চায়ের কাপ ও জগে রাখা চা নিয়ে আসলেন। প্রফেসরের সামনে চায়ের কাপ রেখে চা ঢালতে থাকেন। কাপ পরিপূর্ণ হয়ে গেলো এরপরও চা ঢালা থামালেন না। প্রফেসর বললেন, "হুজুর! চায়ের কাপ ভরে চা মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে, আর কতো ঢালবেন?"

শায়খ মন্তব্য করলেন, "হাক্বিক্বাত কী তা বুঝার পূর্বে তোমার চায়ের কাপ আগে খালি করা চাই!"

গল্প -৯৩: একই কণ্ঠ

মহামতি খান সাহেবকে একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, "খান সাহেব, আপনার বয়স কতো?" তিনি জবাব দিলেন, "আমর বয়স ৮০"।

এক বছর পর একই ব্যক্তি খান সাহেবকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, "খান সাহেব, আপনার বয়স কতো?" তিনি জবাব দিলেন, "আমর বয়স ৮০"।

এরপর কয়েক বছর পার হয়ে গেলো। ঐ একই ব্যক্তি খান সাহেবকে প্রশ্ন করলো, "আপনার বয়স কতো?" তিনি এবারও উত্তর দিলেন, "আমর বয়স ৮০"।

লোকটি বললো, "আপনি তো কয়েক বছর পূর্বে একই কথা বলেছিলেন।"

খান সাহেব বললেন, "খানের কথার মধ্যে কোনো হেরফের নেই! আমি একই কণ্ঠে কথা বলি!"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প -৯৪: তকদির

তকদিরে যা আছে তা-ই ঘটে। একদা এক সুফি দরবেশকে উসমানী খেলাফতের সময় এক সেনাপতি অনুরোধ জানালেন, "হুজুর! দয়া করে একটা কিছু করুন। আমার সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারা মনে করছে দ্বিগুণ-সংখ্যক শত্রুসেনাদের সঙ্গে লড়াইয়ে তারা হেরে যাবে। এদের আত্মবিশ্বাস মজবুদ না হলে আমি যুদ্ধে সত্যিই হেরে যেতে পারি।"

কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর দরবেশ বললেন, "সকল সৈন্যদের একত্রিত করুন। আমি কিছু বলবো তাদেরে। সবাই একত্রিত হওয়ার পর দরবেশ বললেন, "তকদিরে কী আছে আজ উন্মোচন হবে! আমি এখন

একটি স্বর্ণমুদ্রা উপরের দিকে ছুড়ে মারবো। যদি মাথা আসে তাহলে তোমরা যুদ্ধে জয়ী হবে। আর লেজ আসলে তোমরা হারবে।"

তিনি মুদ্রাটি ছুড়ে মারলেন এবং মাথা আসলো। এটা দেখে সকল সৈন্যের ভেতর সাহস ফিরে আসলো। তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো এবং সত্যিই যুদ্ধে জয়ী হলো।

পরে সেনাপতি সুফিকে বললেন, "ভাগ্যিস! সেদিন লেজ আসলে কী হতো?" সুফি বললেন, "কিছুই হতো না। কারণ এই বিশেষ মুদ্রার উভয় দিকেই মাথা আছে!"

Khanqa-e-Aminia Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৯৫: প্রভুকে পেতে চাই

একদা নদীর তীরে বসে গভীর মুরাক্বাবায় ছিলেন এক সুফি শায়খ। এক যুবক তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, "ইয়া শায়খ! আমি প্রভুকে পেতে চাই! আমাকে আপনার এক আনুগত্যশীল শাগরিদ হিসেবে গ্রহণ করুন।"

সুফি সাহেবের ধ্যান ভেঙ্গে গেলো। যুবকের কথা শেষ হতেই তিনি হঠাৎ তার উভয় কাঁধে ধরে নদীর পানিতে মাথা ডুবিয়ে দিলেন। প্রায় এক মিনিট চলে গেলো। যুবক পা-হাত আছড়াতে লাগলো। সুফি সাহেব শেষ পর্যন্ত যুবককে তুলে আনলেন। সে বড়ো বড়ো শ্বাস নিতে লাগলো।

সুাফি সাহেব প্রশ্ন করলেন, "পানির নিচে মাথা থাকাবস্থায় তুমি কোন্ জিনিসের জন্য হাত-পা আছড়াতে ছিলে?"

যুবক বললো, "বাতাস"।

সুফি শায়খ বললেন, "ভালো কথা! নিজ বাড়িতে ফিরে যাও। এইমাত্র যেরূপ 'বাতাস' পেতে আকুল হয়েছিলে, আল্লাহকে পেতে ঠিক এভাবে ব্যকুল হয়ে ওঠলে, ফিরে এসো।"

গল্প -৯৬: আগুন ধরে কার ভয়ে

বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। বরফে আবৃত হয়ে গেছে রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি, বৃক্ষরাজি। মুল্লা নাসিরউদ্দিন বাড়ির বাইরে আগুন ধরাচ্ছিলেন কিছু কয়লার মধ্যে। চুঙ্গা দিয়ে বার বার ফুৎকার করেও ব্যর্থ হলেন। শুধুমাত্র ধোঁয়া উঠছিলো। নিজের চোখকে বাঁচাতে তার স্ত্রীর মাথার হিজাব দ্বারা আবৃত করলেন মুখমণ্ডল।

এরপর পুনরায় ফুৎকার দিলেন- সাথে সাথে আগুণ ধরলো। নাসিরউদ্দিন মন্তব্য করলেন, "আহহা! তুমিও দেখছি আমার স্ত্রীকে ভয় করো!"

Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Silhet, BD

গল্প -৯৭: বাড়ির জিকির

তৈমুর শাহ বসবাস করছিলেন পুরাতন এক ভাড়াটে গৃহে। যখনই একটু বাসাত আসে তখনই সবকিছু নড়েচড়ে ওঠে। কিচির-কিচির আওয়াজ শুনা যায়। মনে হয় এক্ষুণি বাড়িটি ভেঙ্গে পড়বে।

একদিন বাড়ির মালিক আসলেন তৈমুর শাহ'র নিকট থেকে বাড়ি ভাড়া নিতে। মালিককে তিনি অবগত করলেন, "আপনার বাড়ির আয়ু আর ক'দিন আছে জানি না। একটু শক্ত বাতাস আসলেই সবকিছু হেলেদুলে ওঠে, কিচির-মিচির আওয়াজও তুলে।"

মালিক বললেন, "আরে চিন্তার কোনো কারণ নেই, বাড়িটা আসলে হেলেদুলে মৃদু আওয়াজে আল্লাহর জিকির করে মাত্র, এই যা!"

তৈমুর শাহ বললেন, "না, না, আমি বাড়ির জিকিরের আওয়াজে মোটেই চিন্তিত নই- হঠাৎ বাড়িটা যদি সিজদায় পড়ে যায়- তখন উপায় কী হবে, সে চিন্তাই করছি!"

গল্প -৯৮: পায়চারি

একদিন নাসিরউদ্দিনের স্ত্রী লক্ষ্য করলেন তার স্বামী বারান্দার ওপর খুব চিন্তিত মনে পায়চারি করছেন। এগিয়ে এসে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে- পায়চারি করছেন কেনো?"

নাসিরউদ্দিন বললেন, "গত মাসে আমাদের পড়শির নিকট থেকে ১০০ দিনার ধার করেছিলাম। এ মাসের শেষ দিন দিনার ফেরত দোবো বলে তার সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম। আগামীকালই শেষ দিন। কিন্তু আমার হাতে টাকাই নেই।"

স্ত্রী বললেন, "এতে চিন্তার কী আছে। তার কাছে গিয়ে বলুন, টাকা দিতে পারবেন না।"

নাসিরউদ্দিন স্ত্রীর পরামর্শ মুতাবিক পাওনাদারের বাড়িতে গেলেন। যখন তিনি ফিরে আসলেন- তাকে দেখা গেলো বেশ প্রফুল্ল।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "পাওনাদার কথাটি কীভাবে গ্রহণ করলেন?"

মুল্লা বললেন, "অহ ভালো কথা, এখন আমার কাজ তিনি করছেন।"

স্ত্রী বললেন, "তার মানে?"

মুল্লা বললেন, "এখন তিনিই বারান্দায় পায়চারি করছেন!"

গল্প- ৯৯: চিঠি

তৈমুর শাহ'র এক পড়শি এসে অনুরোধ জানালেন, "দয়া করে একখানা চিঠি লিখে দিন।"

Khanqa-e-Aminia Asgaria, Sylhet, BD

শাহ জিজ্ঞেস করলেন, "কার কাছে চিঠি দেবেন?"

পড়শি জবাব দিলেন, "বাগদাদে বসবাসরত আমার এক বন্ধুর নিকট।"

শাহ সাথে সাথে বললেন, "দুঃখিত! এতো দূরে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।"

পড়শি মৃদু হেসে বললেন, "আমি আপনাকে সেখানে যেতে বলি নি। এক বন্ধু সেখানে থাকে- তার কাছে একটি চিঠি পাঠাবো- এই যা।"

তৈমুর শাহ বললেন, "আমি জানি। কিন্তু আমার হাতের লেখা এতোই অস্পষ্ট যে, এটা পড়ে শুনাতে আমাকে বাগদাদে যেতে হবে! ভাই এতদূর ভ্রমণে যাওয়া আমার জন্য সম্ভব নয়।"

Khanqah-e-Amnia-Asgaria, Silhet. BD

গল্প -১০০: কফিন

একদিন মৃতদের জন্য একটি সুন্দর কফিন বানিয়ে এক ব্যক্তি মুল্লা নাসিরউদ্দিনকে দেখাতে এলো। সে চাচ্ছিলো, কফিনের সৌন্দর্য দেখে মুল্লা তার প্রসংশায় পঞ্চমুখ হবেন।

কফিন নির্মাতা বললো, "মুল্লা, এ কফিনটি সম্পর্কে মন্তব্য করুন। আপনি কি মনে করেন না এটি চমৎকার?"

মুল্লা নাসিরউদ্দিন মাথা নেড়ে একমত হলেন।

কফিন নির্মাতা বললো, "দেখুন তো, কফিনের ভেতর কী সুন্দর কাপড় দিয়ে সাজিয়েছি।"

মুল্লা বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই।"

কফিন নির্মাতা বললো, "আমি চাচ্ছিলাম এটি সবদিক থেকে চমৎকার হবে। আপনি কি কিছু দেখতে পান যা করলে এটি আরো

সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে?”

নাসিরউদ্দিন বললেন, “হ্যাঁ, এটার ভেতরের বাসিন্দা (লাশ) থাকলে কী সুন্দরই না লাগতো!”

গল্প -১০১: চাঁদের আলো

একদিন মুল্লা নাসিরউদ্দিন সন্ধ্যের পর তার পছন্দের চা-গৃহে প্রবেশ করলেন। বেশ কিছু লোক সেখানে গল্প-গুজবে মত্ত ছিলেন। হঠাৎ মুল্লা সজোরে বললেন, “আহ! সূর্য থেকে অধিক গুরুত্ব কাজে জড়িত আছে আকাশের চাঁদটি।”

তার এ মন্তব্য শুনে একজন প্রশ্ন করলো, “নাসিরউদ্দিন সাহেব, আকাশের চাঁদটি কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হয়েছে যা দিনের সমুজ্জ্বল সূর্য থেকেও উত্তম?”

মুল্লা মুচকি হেসে বললেন, “যখন রাত হয় তখন চাঁদের আলো থেকে আমরা বেশি উপকৃত হই- রাতের অন্ধকারেও রাস্তা খুজে পাই।”

Khanqa-e-Amjhia-Asgaria, Sylhet, BD

গল্প- ১০২: নসিরউদ্দিন- ঈমানের রক্ষক

কেউ কেউ দাবি করে, তুরস্কের এক কবরস্থানে নাসিরউদ্দিনের মাজার আছে। তার কবরের সামনে তালাবদ্ধ এক বিরাট গেট বিদ্যমান। অথচ তার কবরের শিলাপাথরে লিখা আছে, “তালাবদ্ধ গেট অতিক্রম করতে কোনো কোনো সময় চাবির প্রয়োজন পড়ে না। আপনাকে যা করতে হবে তাহলো, একটু ঘুরিয়ে হাঁটা- কারণ গেট থাকলেও কোনো দেওয়াল নেই!”

গল্প -১০৩: কথার ক্ষমতা

একদা এক সুফি-দরবেশের নিকট ছোট্ট একটি শিশুকে নিয়ে আসা হলো। শিশুটি অসুস্থ ছিলো। দরবেশ শিশুকে একটা কিছু পাঠ করে ফুৎকার দিয়ে বললেন, "ইনশাআল্লাহ, সে সুস্থ হয়ে যাবে।"

সুফির কক্ষে উপস্থিত ছিলো সন্দেহবাদী-সমালোচনাকারী এক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি বললেন, "এক-দুটো বাক্য ও ফুৎকারে শিশুটি কীভাবে সুস্থ হবে? এ বিষয়টি আমার মাথায় কুলায় না।"

ধৈর্যশীল, নরম হৃদয়ের অধিকারী সুফি-দরবেশদের মুখ থেকে কঠু কথা খুব অল্পই উচ্চারিত হয়। কিন্তু এ সুফির ব্যাপারে ব্যতিক্রম ঘটলো। তিনি বললেন, "তুমি কে মিয়া! তুমি একটি বোকা লোক! তুমি পবিত্র বাক্য সম্পর্কে কিছুই জানো না।"

সুফি কর্তৃক এরূপ ব্যবহারে লোকটি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। রাগে-গোস্বায় চেহারা রক্তবরণ ধারণ করলো। সে কিছু বলার পূর্বেই সুফি বললেন, "যেখানে কয়েকটি শব্দ তোমার চেহারা বদলে দিলো, সেখানে কেনো কয়েকটি বাক্যের প্রভাবে শিশুটি আরোগ্য লাভ করবে না?"

Khanqa-e-Amjadia-Asgaria, Sihet, BD

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ **সমাপ্ত** ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★